

# রমজান ও বোযা



অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

# রমজান ও রোজা

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান



প্রকাশক

আহসান পাবলিকেশন

মগবাজার ❖ কাঁটাবন ❖ বাংলাবাজার

# রমজান ও রোজা

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান



প্রকাশক

মুহাম্মদ গোলাম মাওলা

আহসান পাবলিকেশন

১৯১ বড় মগবাজার, ঢাকা

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০০৫

তৃতীয় প্রকাশ : জুন, ২০১৩

কম্পোজ

মাওলানা ফরিদ উদ্দীন আহমদ

আহসান কম্পিউটার

কাঁটাবন, ঢাকা, ফোন : ৯৬৭০৬৮৬

প্রচ্ছদ

নাসির উদ্দিন

মুদ্রণ

রয়াক্স প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স লিঃ

নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

নির্ধারিত মূল্য : বত্রিশ টাকা মাত্র

---

RAMJAN O ROJA Written by Prof. Mujibur Rahman Published by  
Ahsan Publication 191 Bara Maghbazar, Dhaka, First Edition October 2005  
Third Edition June 2013 Fixed Price Tk. 32.00 only. (\$ 1.00)

AP-34

## ভূমিকা

নাহমাদুহ অনুসান্দি আ'লা রাসূলিহিল কারীম। আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে রমজান ও রোজা নামক পুস্তিকাটি বের করতে পেরে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। বিশ্ব বিখ্যাত তাফসীর তাফহীমুল কুরআনের রোজা সংক্রান্ত বক্তব্য এবং রোজা সংক্রান্ত হাদীসসমূহ একত্র করে সেই সাথে বিভিন্ন লেখকের রমজান ও রোজা সংক্রান্ত পুস্তকগুলো থেকেও নোট করে হাতের কাছে যা যোগফল দাঁড়ালো তাতে ছোট একটি পুস্তিকার মতো হয়ে গেলো।

যাদের সহযোগিতায় এবং যাদের বই পুস্তক থেকে সাহায্য সহযোগিতা নিয়েছি তাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সেই সাথে মহান আল্লাহর দরবারে তাদের জন্য উত্তম পুরস্কার প্রদানের জন্য দোয়া করছি। উক্ত পুস্তক পুস্তিকাগুলোর তালিকা ও লেখকদের নাম আলোচ্য পুস্তিকাটির শেষে একটি পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করা হলো। বিশেষ করে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও সুলেখক জনাব এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম-এর রমজানের তিরিশ শিষ্কার সেহরী ও ইফতার অধ্যায় খুবই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

এছাড়াও আধুনিক প্রযুক্তি Website থেকে সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। World wide website www এখন পৃথিবীকে, পৃথিবীর বিষয়বস্তু তার জ্ঞানসমূহকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। Islam on line, www. ummah. org.uk website থেকে সহযোগিতা নেয়া হয়েছে।

আল্লাহ আমাদের সকলের জন্য নামায ও রোজাকে ফরয করে দিয়েছেন। ধনীদের জন্য আরো দু'টি বিষয় হজ্জ ও যাকাতকে ফরয করে দিয়েছেন। বর্তমান পুস্তিকায় রোযার মতো এমন একটি ফরয আলোচনা করা হয়েছে যা ধনী গরীব সকলের জন্য ফরয।

ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ব্যক্তিগত পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক জীবনে ইসলাম সকল প্রকার সমাধান দিয়েছে। একজন ঈমানদার ব্যক্তি ঈমান আনার পর আল্লাহর আইন সক্রিয়ভাবে মেনে চলবে, এটাই ঈমানের দাবী। আমাদের দেশে অনেক মুসলমান অন্য সময় নামায আদায় করে না, কিন্তু রোজার মানে নামায রোযা দু'টোই করে। আবার রোজা চলে গেলে নামাযও ছেড়ে দেয়। রোজার শিক্ষা তাকওয়া অর্জিত হলে আল্লাহর হুকুম নামায ছেড়ে দিতে পারে না। আবার কেউ কেউ রোজা রাখে কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে না। এসব কিছুই আল্লাহর ভয় অর্থাৎ তাকওয়া না থাকার ফল। তাই রোজার মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করে সারা জীবন যাতে ইসলামের আইন মেনে চলা যায় সে জন্য সকলকে চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিন, আমীন।

বইটি তাড়াহুড়া করে প্রকাশ করার কারণে ভুলত্রুটি থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। ইনশাআল্লাহ পাঠকদের সহযোগিতা নিয়ে আগামীতে আরো সমৃদ্ধ করার ইচ্ছা রইল। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন, আমীন।

মুজিবুর রহমান (প্রাক্তন এম পি)

- রমজান ও রোজা ॥ ৭  
 রমজান ও সিয়াম শব্দ দুটির অর্থ ॥ ৭  
 আল-কুরআনে রমজান ও রোজা ॥ ৭  
 ইন্টারনেটে রোজা সম্পর্কে বলা হয়েছে ॥ ৯  
 রমজান ও তাফহীমুল কুরআন ॥ ১০  
 তাকওয়া অর্জনই রোজার উদ্দেশ্য ॥ ১১  
 তাকওয়ার উদাহরণ ॥ ১৪  
 আল-হাদীসে রমজান ও রোজা ॥ ১৫  
 ইন্টারনেটে রোজার বৈশিষ্ট্য ॥ ১৯  
 রোজার ফযীলত ॥ ২০  
 অর্থসহ কুরআন তিলাওয়াত ॥ ২৩  
 কুরআন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ হাদীস ॥ ২৩  
 কুরআন খতম কত দিনে ? ॥ ২৫  
 এক নজরে রমজান ও রোজা ॥ ২৭  
 শেষ রাতের সেহরী খাওয়া ॥ ২৮  
 সেহরী খাওয়ার সর্বশেষ সময় ॥ ৩০  
 ইফতার জলদি করা ॥ ৩১  
 জলদী ইফতারের চিকিৎসাগত দিক ॥ ৩২  
 ইফতার ও ইফতার শেষে দোয়া ॥ ৩২  
 ইফতারের খাবার ॥ ৩২  
 সফরে রোজা রাখা-না রাখা ॥ ৩৪  
 কাযা রোজা ॥ ৩৪  
 মৃত ব্যক্তির কাযা রোজা ॥ ৩৫  
 মহিলাদের কাযা রোজা ॥ ৩৫  
 ঋতুবর্তী নারীর রোজা ॥ ৩৬  
 শিশুদের রোজা ॥ ৩৬  
 ইন্টারনেটে শিশু রোজাদার ॥ ৩৮  
 আশুরার (১০ মুহররম) রোজা ॥ ৩৯  
 হাদীসে রমজানের শেষ দশক ॥ ৪০  
 শেষ দশক ও এতেকাফ ॥ ৪১  
 এতেকাফের অর্থ ॥ ৪১

- এতেকাফের উদ্দেশ্য ॥ ৪১
- এতেকাফের সওয়াব ॥ ৪১
- এতেকাফের মর্যাদা ॥ ৪২
- এতেকাফের নিয়ম ॥ ৪৩
- শেষ দশকে এতেকাফকারী যা করতে পারে ॥ ৪৩
- এতেকাফে প্রবেশ ও বের হবার নিয়ম ॥ ৪৩
- শেষ দশক ও বিবিধ বিষয় ॥ ৪৪
- লাইলাতুল কদর ॥ ৪৫
- লাইলাইতুল কদরের গুরুত্ব ও ফযীলত ॥ ৪৫
- ইন্টারনেটে লাইলাতুল কদর ॥ ৪৭
- লাইলাতুল কদর-এর সময়কাল ॥ ৪৮
- শেষ দশকে আমাদের করণীয় ॥ ৪৯
- সফরের কারণে রোজা ২৮ বা ৩১ হতে পারে ॥ ৫০
- ঔষধ খেয়ে মহিলাদের ঋতু বিলম্বিত করা ॥ ৫০
- রমজানে চিকিৎসা করা ॥ ৫০
- রমজান শেষে শাওয়ালের ৬ রোজা ॥ ৫১
- বিভিন্ন রোগী ও রোজা ॥ ৫২
- স্থূলকায়ী রোগী (Fatty person) ॥ ৫২
- বহুমূত্র (Diabetes) ॥ ৫৩
- কিডনী রোগী ॥ ৫৩
- কোষ্ঠকাঠিন্য (Constipation) ॥ ৫৩
- ধূমপান (Smoking) ॥ ৫৪
- মদ্যপান ॥ ৫৪
- সর্বসাধারণের জন্য ॥ ৫৪
- তারাবীহ ॥ ৫৬
- রোজার প্রকারভেদ ॥ ৫৭
- যারা রমজান মাসে রোজা ভাঙ্গতে পারে ॥ ৫৭
- মাওলানা মওদূদী ও রোজা ॥ ৫৮
- রোজাদার একজন সৈনিকের মতো ॥ ৫৮
- রোজা বমি না করা ॥ ৫৯
- ব্যর্থ রোজা ॥ ৬০
- রোজার ফল পেতে হলে ॥ ৬০
- সহায়ক গ্রন্থাবলীর তালিকা ॥ ৬২

## রমজান ও রোজা

### রমজান ও সিয়াম শব্দ দু'টির অর্থ

কুরআন মাজীদেদে শব্দ হলো রামাজান ও সিয়াম। আমরা রামাজানকে রমজান এবং সিয়ামকে রোজা বলে থাকি। আমরা কালেমা, সালাত, সিয়াম, হজ্জ ও যাকাতকে সাধারণত একই নামেই বলে থাকি। আলোচ্য পুস্তিকায় তাই আমরা রামাজানকে রমজান এবং সিয়ামকে রোজা বলে আলোচনা করছি।

রমজান শব্দটি কুরআন মাজীদে সূরা বাকারা ১৮৫ নম্বর আয়াতে এক বার মাত্র ব্যবহৃত হয়েছে। আর রোজা (সাওম) শব্দটি ১৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতগুলো হলো সূরা বাকারা-১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৭, ১৯৬, ১৯৬; সূরা মরিয়ম-২৬; সূরা নিসা-৯২; সূরা মায়েদা-৮৯, ৯৫; সূরা মুজাদালা-৪; সূরা আহযাব-৩৫, ৩৫।

আরবী শব্দ রমজ্ থেকে রমজান শব্দটি এসেছে। রমজ্ শব্দটির অর্থ জ্বালিয়ে দেয়া বা পুড়িয়ে দেয়া। পবিত্র রমজান মাসে মুমিনদের গুনাহ খাতা রোজা রাখার মাধ্যমে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সাফ করে দেয় বিধায় এ মাসটির নাম রমজান মাস রাখা হয়েছে। আরবী ক্যালেন্ডারে রমজান মাসটি নবম মাস। শা'বান মাসের পরই রমজান মাস শুরু হয়। শা'বান মাসের চাঁদ শেষ হলেই রমজানের চাঁদ ওঠে, চাঁদ ওঠলেই রোজা রাখতে হয়।

রোজা ফারসী শব্দ। আরবী শব্দ সিয়াম যার অর্থ বিরত থাকা। রোজার দিনে দিনের বেলায় পানাহার ও স্ত্রী ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হয় বিধায় রোজাকে সিয়াম বলা হয়েছে। রোজার দিনে আল্লাহর হুকুমে দিবাভাগে হালাল জিনিস খাওয়াও হারাম হয়ে যায়।

### আল-কুরআনে রমজান ও রোজা

সূরা বাকারায় রমজান ও রোজার ব্যাপারে স্পষ্ট বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। সূরা কদরে লাইলাতুল কদরের ব্যাপারে স্পষ্ট কথা বলা হয়েছে।

সূরা আল-বাকারার ১৮৩ থেকে ১৮৬ আয়াতে বলা হয়েছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ  
 مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لَا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ط فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ  
 مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ط وَعَلَى الَّذِينَ  
 يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ ط فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ  
 ط وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ - شَهْرُ رَمَضَانَ  
 الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى  
 وَالْفُرْقَانِ ج فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ط وَمَنْ كَانَ  
 مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ط يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ  
 الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ز وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ  
 عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .

অর্থ : (১) তোমাদের উপর রোজা ফরয করা হয়েছে।

(২) পূর্ববর্তী লোকদের উপরও রোজা ফরয ছিল।

(৩) সম্ভবত রোজা দ্বারা তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে।

(৪) অসুস্থ লোকেরা রোজা কাযা করে নিতে পারবে।

(৫) মুসাফিরগণও রোজা কাযা করে নিতে পারবে।

(৬) একান্ত অসম্ভব হলে রোজার পরিবর্তে একজন অভাবগ্রস্তকে ফিদিয়া বা খাবার প্রদান করবে।

(৭) সম্ভব হলে রোজা পালনই অধিকতর কল্যাণকর।

(৮) রমজান মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে।

(৯) কুরআন মানুষের জন্য হেদায়াত বা পথ নির্দেশক।

(১০) কুরআন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী কিতাব।

(১১) যারাই রোজার মাস পাবে তাদের জন্য রোজা রাখা বাধ্যতামূলক।

(১২) আল্লাহ মানুষের জন্য যা সহজ তাই চান।



- (১৩) আল্লাহ মানুষের জন্য যা কঠিন তা চান না ।  
(১৪) তোমরা কাযা রোজার সংখ্যা ঠিকভাবে পূরণ করবে ।  
(১৫) সং পথে চলতে পারার জন্য তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে ।  
(১৬) আল্লাহ খুব কাছে থেকে সকলের ডাক শুনে ও জবাব দেন ।  
(১৭) অতএব আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সকলের ঈমান আনা উচিত ।

ইন্টারনেটে রোজা সম্পর্কে বলা হয়েছে—

### **Definition of Siyaam (fasting)**

Siyaam in Arabic means abstaining; in Islam it means abstaining from things that break the fast, from dawn until sunset, having first made the intention (*niyyah*) to fast.

### **Ruling on fasting**

The ummah is agreed that fasting the month of Ramadaan is obligatory, the evidence for which is in the Qur'aan and Sunnah. Allah says (interpretation of the meaning) :

*"O you who believe! Observing al-sawm (the fasting) is prescribed for you as it was prescribed for those before you, that you may become al-muttaqoon (the pious)."*  
[Al-Baqarah-183]

The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said : "Islam is built on five [pillars]..." among which he mentioned fasting in Ramadaan. (Reported by al-Bukhaari, al-Fath, 1/49). Whoever breaks the fast during Ramadaan without a legitimate excuse has committed a serious major sin. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said, describing a dream that he had seen : "... until I was at the mountain, where I heard loud voices. I asked, 'What are these voices?' They said, 'This is the howling of the people of Hellfire'. Then I was taken [to another place], and I saw

people hanging from their hamstrings, with the corners of their mouths torn and dripping with blood. I said, 'Who are these?' They said, 'The people who broke their fast before it was the proper time to do so,' i.e., before the time of iftaar." (Saheeh al-Targheeb, 1/420)

## রমজান ও তাফহীমুল কুরআন

গুরুতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি মাসে তিনটি রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন ফরয রোজার নির্দেশ নাযিল হয়নি। দ্বিতীয় হিজরীর রযমান মাসে এ নির্দেশ নাযিল হয়। এ সময় ফিদিয়া দিয়ে রোজা আদায় করার বিকল্প ব্যবস্থা চালু ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে রমজানের রোজা রাখার হুকুম নাযিল হলে এ সুবিধা সাধারণভাবে বাতিল হয়ে যায়।

ভ্রমণ কাজে রত অবস্থায় রোজা আদায় করা না করা ব্যক্তির নিজ ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যে সব সাহাবী সফরে যেতেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ রোজা রাখতেন আর কেউ কেউ ভঙ্গ করতেন, কিন্তু তারা কারো উপর কেউ প্রশ্ন বা আপত্তি তুলতেন না।

রোজা রেখে একজন দুর্বলতার কারণে মাথা ঘুরে পড়ে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন এটা কোন নেক কাজ নয়।

যুদ্ধকালে তিনি রোজা রাখতে নিষেধ করতেন যেন শত্রুর সাথে লড়াই করতে কোন প্রকার দুর্বলতা প্রদর্শিত না হয়। হযরত ওমর (রা) বলেন আমরা বদর যুদ্ধ এবং মক্কা বিজয় এ দুই সময়ে রোজা রাখিনি।

মক্কা বিজয়ের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন- শত্রুর সাথে প্রত্যক্ষ মুকাবিলা উপস্থিত, অতএব রোজা রেখো না, যেন তোমাদের লড়াই করার শক্তি বহাল থাকে।

আল্লাহ তা'আলা শুধু রমজান মাসে রোজা রাখা নির্দিষ্ট করে দেননি, শরীয়তসম্মত ওজরে রমজান মাসে রোজা রাখতে না পারলে অন্য যে কোন মাসে কাফা আদায় করার পথ আল্লাহ করে রেখেছেন, যেন কেউ কুরআন নাযিলের নিয়ামতের শোকর আদায় করা হতে বঞ্চিত না হয়।

কুরআন সবচেয়ে বড় নিয়ামত। এ নিয়ামতের শোকর আদায় হচ্ছে এর বিধান জেনে সে অনুযায়ী চলা এবং পৃথিবীকেও সে পথে পরিচালিত করা। এ উদ্দেশ্যে

নিজেদেরকে প্রস্তুত করার সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে রোজা। এটা শুধু ট্রেনিং কোর্সই নয় বরং শোকর আদায় করার সঠিক পদ্ধতি।

আল্লাহ প্রত্যেকটি মানুষের খুব নিকটে উপস্থিত। এতো নিকটে যে, যে কেউ ইচ্ছা করলে যে কোন সময় তার নিকট আবেদন করতে পারে। তিনি তা শুনতে পান এবং তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। আল্লাহ যে দাওয়াত দিতেছেন তা গ্রহণ করো, তার আদর্শ দৃঢ়ভাবে ধারণ করো, তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করো, তার কাছেই নিজেকে সোপর্দ করো। (তাক্বীমুল কুরআন, সূরা বাকারা টীকা নম্বর ১৮৩-১৮৮)

### তাকওয়া অর্জনই রোজার উদ্দেশ্য :

আল্লাহকে ভয় করে চলার নাম তাকওয়া- আর এটাই রোজার উদ্দেশ্য। মানুষের সমগ্র জীবনকে আল্লাহর বন্দেগীতে পরিণত করাই হচ্ছে ইসলামের আসল উদ্দেশ্য। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে চিন্তা করা উচিত কিসে আল্লাহ খুশী হন আর কিসে অসন্তুষ্ট হন। সকলকে আল্লাহর সন্তোষজনক কাজ করা উচিত এবং অসন্তোষজনক কাজ পরিহার করা উচিত।

- (১) রোজাদার ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে রোজা ভাংগার কোন কাজ করে না।
- (২) কঠিন পিপাসায় কলিজা ফেটে যাবার উপক্রম হলেও এক ফোটা পানি পান করে না।
- (৩) ক্ষুধার কারণে চোখে তারা ফুটতে শুরু করলেও কোন কিছু খাবার ইচ্ছা করে না।<sup>১</sup>
- (৪) পরকাল (যেখানে হিসাব নেয়া হবে, সেখানকার কথা) রোজাদার ভুলে থাকতে পারে না।

এভাবে তাকওয়ার সৃষ্টি হয়। আল্লাহকে আলেমুল গায়েব মনে করে গোপনেও কেউ আল্লাহর আইন ভংগ করতে পারে না।

নামায কয়েক মিনিটের ইবাদত। যাকাত বছরে একবার আমল করার ইবাদত। হজ্জ দীর্ঘ সময় লাগলেও জীবনে মাত্র একবার করার ইবাদত, তাও সকলের জন্য নয়, কেবলমাত্র ধনীদের জন্য। কিন্তু রোজা সকলের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ইবাদত। শেষ রাতে সেহরী খাওয়া, দিনের বেলায় খানাপিনা সব বন্ধ করা, সঙ্কায় ইফতার করা, একটু আগেও নয়, একটু পরেও নয়। ইফতারীর পরে বিশ্রাম বাদ দিয়ে লম্বা ইবাদত তারাবীর নামায আদায় করা। একজন সিপাহীর

১. নামায রোজার হাকীকত।

মতো এক মাস ট্রেনিং দিয়ে সারা বছর ট্রেনিং কাজে লাগানোর মতো রোজা একটি ইবাদত। রমজান শেষ হবার পর তাকওয়ার প্রভাব আমলে জারী থাকতে হবে।

খাবার পর পরই বমি করলে খাবার কোন উপকারে লাগে না। ঠিক তেমনি ঈদুল ফিতরের দিনই রোজা বমি করে ফেলে দিলে সারা বছর কোন কাজে লাগবে না। রোজার শিক্ষা হজম করে বছরের বাকী ১১ মাস কাজে লাগাতে হবে।<sup>১</sup>

রমজানের রোজা কেন ফরয করা হয়েছে এ প্রশঙ্গে আল্লাহ বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ  
مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরয করা হয়েছে, যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর রোজা ফরয করা হয়েছিল। সম্ভবতঃ এর ফলে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে। (সূরা বাকারা : ১৮৩)

এই আয়াতে রোজা ফরয করার উদ্দেশ্য পরিষ্কার বলা হয়েছে। রোজার মূল উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অর্জন।

তাকওয়ার অর্থ :

তাকওয়ার মূল শব্দের অর্থ বাঁচা। আল্লাহ বলেন :

فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ -

অর্থ : আল্লাহ তাদেরকে ঐ দিনের ক্ষতি থেকে বাঁচিয়েছেন।

তাকওয়ার আভিধানিক অর্থ হলো, ভয় করা।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সকল আদেশ মানা ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকা। অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করতে হবে, তাঁর আদেশ নিষেধ মানতে হবে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার চেষ্টা করতে হবে। ফলে সকল ফরয ওয়াজিব পালন করে হারাম কাজ থেকে বিরত থাকার নাম হচ্ছে তাকওয়া। সকল আলেম, মুহাদ্দিস ও মুফাস্সিরগণ তাকওয়ার এই অর্থই বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বলেছেন : তাকওয়ার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করা, তাঁর নাফরমানী না করা; আল্লাহকে স্মরণ করা, তাঁকে ভুলে না যাওয়া এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা ও তাঁর কুফরী না করা।

১. নামায রোজার হাকীকত।

হযরত ওমার বিন আবদুল আযীয (রহ) বলেছেন : দিনে রোজা রাখা কিবা রাত্রে জাগরণ করা অথবা দু'টোর আংশিক আমলের নাম তাকওয়া নয়। বরং তাকওয়া হচ্ছে, আল্লাহ যা ফরয করেছেন তা পালন করা এবং তিনি যা হারাম করেছেন তা থেকে দূরে থাকা।<sup>১</sup>

প্রখ্যাত তাবেঈ তালাক বিন হাবীব (রহ) বলেছেন : আল্লাহর প্রতি তাকওয়ার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর আলোর রৌশনীতে তাঁর হুকুমের আনুগত্য করা ও সওয়াবের আশা করা এবং আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে তাঁর নাফরমানী ত্যাগ করা।

তাকওয়া হচ্ছে একজন মুমিনের কাম্য গুণ। এই গুণ না থাকলে মুমিন হওয়ার কোন অর্থ নেই। কারণ, যে মুমিন আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মানে না সে আল্লাহকে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে না। ভয় করলে অবশ্যই সে আল্লাহর আদেশ নিষেধ মানতো।

তাকওয়া অর্জনের জন্য কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান দরকার। সে জন্য কুরআন ও হাদীস পড়তে হবে ও বুঝতে হবে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে। যারা কুরআন হাদীস পড়ে না তাদের পক্ষে তাকওয়া অর্জন খুবই কষ্টকর।

তাকওয়ার ব্যাপারে অনেক ভুল বুঝাবুঝি আছে। কিছু লোক আছে যারা ইসলামের ফরয, ওয়াজিব ও হারাম কাজ সম্পর্কে ভালভাবে ওয়াকিফহাল নয়, তারা বিশেষ কিছু সুন্নত ও নফল কাজ করে নিজেদেরকে মুত্তাকী এবং অন্যদেরকে মুত্তাকী নয় বলে মনে করেন। তারা হাতে তাসবীহ, মাথায় টুপি-পাগড়ী, মুখে লম্বা দাঁড়ি, গায়ে লম্বা জামা এবং পেশাব-পায়খানায় টিলা ব্যবহার করাকে তাকওয়ার মাপমাঠি মনে করেন। অথচ এগুলো সুন্নত ও মুত্তাহাব।

কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামের অগণিত ফরয-ওয়াজিব রয়েছে যেগুলো তারা পালন করেন না এবং সেগুলোর খবরও রাখেন না। যেমন, পর্দাহীনতা, সুদ, ঘুষ ইত্যাদির ব্যাপারে উদাসীন এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ, দাওয়াতে দ্বীন, দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে তারা তৎপর নন।

পক্ষান্তরে, যারা এসব কাজ করেন এবং সেজন্য জানমাল উৎসর্গ করেন, তাদেরকে তারা মুত্তাকী বলতে নারাজ। তাকওয়াতো শুধু কিছু সুন্নত ও সীমিত ফরয কাজ আদায়ের নাম নয়। মুত্তাকী হতে হলে ব্যক্তিগত, পারিবারিক,

১. নামায রোজার হাকীকত- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (র)।

সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক নীতিসহ ও অন্যান্য সকল বিষয়ে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মানতে হবে।

এক ধরনের ভণ্ড পীর-ফকীর ও দরবেশ আছে যারা বহু অনৈসলামী কাজ করেও নিজেদেরকে মুত্তাকী এবং আল্লাহর প্রেমিক বলে প্রকাশ করে। তাদের হাতে তাসবীহ ও লাঠি, মুখে গাজা ও দাড়ি এবং পরনে বিভিন্ন ধরনের কাপড় থাকে, কবর পূজা তাদের প্রধান কাজ। এগুলো তাকওয়াতো দূরের কথা বরং তার থেকে হাজার মাইল দূরের জিনিস, তাকওয়া বিরোধী জিনিস। কেননা, তাকওয়ার অর্থ হলো, সকল ফরয-ওয়াজিব মানা এবং হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা। পক্ষান্তরে, তারা হারাম কাজগুলো সব করে এবং ফরয-ওয়াজিব থেকে দূরে থাকে, এরা দোযখের ইন্ধন হবার কাজে জড়িত হয়ে আছে।<sup>১</sup>

### তাকওয়ার উদাহরণ

ওমর বিন খাত্তাব (রা) উবাই বিন কা'ব (রা)-কে তাকওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। উবাই (রা) বলেন : আপনি কি কাঁটায়ুক্ত পথে চলেছেন ? ওমর (রা) বলেন, হ্যাঁ। উবাই (রা) বলেন, কিভাবে চলেছেন ? ওমর (রা) বলেন, গায়ে যেন কাঁটা না লাগে সে জন্য চেষ্টা করেছি ও সতর্কভাবে চলেছি। উবাই (রা) বলেন, এটাই হচ্ছে তাকওয়ার উদাহরণ।

ফলে দেখা যাচ্ছে, হযরত উবাই বিন কা'বের মতে তাকওয়ার উদাহরণ হচ্ছে কন্ট্রাক্টকীর্ণ সন্ন্যাসী গিরিপথে চলা। যার দুই দিকেই কাঁটা। যে পথে সাবধানে না চললে গায়ে কাঁটা লাগার সম্ভাবনা আছে। সমাজে হারাম, নিষিদ্ধ কাজ এবং শয়তানের ওয়াসওয়াসাকে কাঁটার সাথে তুলনা করা যায়। আর সামনে অগ্রসর হওয়াকে তাকওয়া বলা হয়। কাঁটার মাঝে চলতে হলে কাঁটা সরিয়ে চলতে হবে। তাহলে কাঁটাবিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। মুমিনকেও অনুরূপভাবে কাঁটা সরিয়ে নিষ্কটক পথে চলতে হয়। তাহলে তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমে মুত্তাকী হওয়া যায়।

তাকওয়াকে বাইম মাছের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। কাদার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও তার গায়ে কাদা লাগে না। একজন মুমিনও সমাজে পাপ-পঙ্কিলতা এবং আল্লাহর নাফরমানীর কলুষিত পরিবেশে বাস করা সত্ত্বেও তিনি আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলেন। পরিবেশের তালে গা ভাসিয়ে দেয়ার পরিবর্তে তিনি আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে কলুষমুক্ত থাকেন। তিনি স্রোতের বিপরীতে চলেন এবং সমাজের ন্যায় ও কল্যাণের স্রোতধারা প্রবাহিত করেন।

১. রমজানের তিরিশ শিক্ষা, পৃষ্ঠা-১৪, ১৫।

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ বলেছেন : সম্ভবতঃ তোমরা তাকাওয়া অর্জন করতে পারবে। এখানে সম্ভবতঃ শব্দটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। রোজার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাকওয়া। কিন্তু রোজা রাখলেই সবাই তাকওয়া অর্জন করতে পারে না। অনেক রোজাদারের রোজা, রাত্রি জাগরণ এবং ক্ষুধা-পিপাসার কষ্ট ছাড়া অন্য কিছু নয়। অর্থাৎ তারা তাকওয়া অর্জন করতে পারে না যদিও তারা রোজা রেখেছে। এর কারণ কি? কারণ হচ্ছে, তারা না তাকওয়ার অর্থ বুঝেন, আর না বুঝেন রমজানের উদ্দেশ্য। বুঝেন না বলেই রোজা শেষ হওয়ার পর কিংবা রমজানের মধ্যেই তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করেন এবং নিষিদ্ধ কাজ করতে থাকেন। রোজা তাদের জীবনকে বিশুদ্ধ বা সংশোধিত করতে পারেনি। রোজার মাধ্যমে তাদের জীবন এবং আমলের কোন পরিবর্তন হয়নি। তাই তারা রোজার আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করতে সক্ষম হয়নি। এ জন্যই আল্লাহ বলেছেন : সম্ভবতঃ তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে। অর্থাৎ তাকওয়া অর্জনের চেষ্টা থাকলে তা অর্জন করা সম্ভব। যাদের চেষ্টা নেই, তারা তা অর্জন করতে পারে না।

অন্যদিকে, যারা রোজার মাধ্যমে নিজেদের জীবন ও আমলে পরিবর্তন এনেছেন এবং যারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালন করা শুরু করেছেন, তারাই রমজানের মূল উদ্দেশ্য-তাকওয়া অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। তাদের জন্যই রয়েছে রমজানের অনেক পুরস্কার। হাদীসে রোজাদারের জন্য সে সকল ফযীলতের কথা বর্ণিত হয়েছে, তারাই তা লাভ করবেন।<sup>১</sup>

## আল-হাদীসে রমজান ও রোজা

- (১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান মাসে সকল কয়েদীকে মুক্তি দিতেন এবং প্রত্যেক প্রার্থীকে দান করতেন। (মিশকাত-ইবনে আব্বাস রা.)
- (২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মতকে মাফ করা হয় রমজানের শেষ রাতে। কারণ কর্মচারীর বেতন দেয়া হয় যখন সে কর্ম শেষ করে। (আহমাদ-আবু হুরায়রা রা.)
- (৩) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : চাঁদ দেখে রোজা রাখো, চাঁদ দেখে রোজা ভাংগো। যদি মেঘের কারণে চাঁদ গোপন থাকে তাহলে শা'বান মাসকে ত্রিশ দিন পূর্ণ করো। (বুখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা রা.)

১. রমজানের তিরিশ শিক্ষা।

(৪) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ঈদের দুই মাস রমজান ও জিলহজ্জ প্রায়ই কম হয় না। (একই সাথে একই বছরে)। (বুখারী, মুসলিম-আবু বাকার রা.)

(৫) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রমজান ঠিক রাখার জন্য তোমরা শা'বানের চাঁদ হিসাব করবে। (তিরমিযী-আবু হুরায়রা রা.)

(৬) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সন্দেহের দিন রোজা রাখবে না। (ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ-আম্মার ইবনে ইয়াসীর রা.)

(৭) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা সেহরী খাবে, সেহরীতে বরকত আছে। (বুখারী, মুসলিম-আনাস রা.)

(৮) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুসলমানদের রোজা ও ইহুদী খৃষ্টানের রোজার মধ্যে পার্থক্য হলো সেহরী খাওয়া। (মুসলিম-আমর ইবনুল আস রা.)

(৯) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মানুষ কল্যাণের সাথে থাকবে যতকাল তারা ইফতারী শীঘ্র শীঘ্র করবে। (বুখারী, মুসলিম-সাহ্ল ইবনে সাদ রা.)

(১০) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ফজর হবার পূর্বে রোজা রাখার নিয়ত (মনস্থ) করেনি তার রোজা হয়নি। (তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ- হাফসা রা.)

(১১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ আযান শুনে আর খাবার প্লেট তার হাতে থাকে, সে যেন তা রেখে না দেয় যে যাবৎ না তা থেকে আপন প্রয়োজন পূর্ণ করে। (আবু দাউদ-আবু হুরায়রা রা.)

(১২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ ইফতার করে সে যেন খেজুর দ্বারা ইফতার করে। যদি খেজুর না পায় তবে যেন পানি দ্বারা ইফতার করে। কারণ এটা হলো পবিত্রকারী। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, আহমাদ-সালমান ইবনে আমের রা.)

(১৩) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন রোজাদারকে ইফতার করিয়েছে অথবা কোন গাজীকে জিহাদের সামগ্রী দান করেছে, তার জন্যও তার অনুরূপ সওয়াব রয়েছে। (বায়হাকী-যায়দ ইবনে খালেদ রা.)

(১৪) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইফতার এর সময়



বলতেন আল্লাহুমা লাকা সুমতু ওয়াআলা রিয়কিকা আফতারতু- আমি তোমারই জন্য রোজা রেখেছি এবং তোমারই দেয়া রিয়কি দ্বারা ইফতার করছি। (আবু দাউদ-মুআয ইবনে যুহরা রা.)

(১৫) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দীন জয়ী থাকবে ততকাল যতকাল লোকেরা শীঘ্র ইফতার করবে। কেননা ইহুদী ও নাসারাগণ ইফতার করে দেরীতে। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ-আবু হুরায়রা রা.)

(১৬) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুমিনদের উত্তম সেহরী হলো খেজুর। (আবু দাউদ-আবু হুরায়রা রা.)

(১৭) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে মিথ্যা কথা ও মিথ্যা আচার-আচরণ ছাড়ে নাই তার খানাপিনা ছেড়ে দেয়াতে আল্লাহর কোন কাজ নেই। (বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা রা.)

(১৮) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রোজা অবস্থায় যে ভুলে খানাপিনা করেছে সে যেন তার রোজা পূর্ণ করে। কেননা আল্লাহই তাকে খানাপিনা করিয়েছেন। (তিরমিযী, আবু দাউদ-আবু হুরায়রা রা.)

(১৯) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রোজা অবস্থায় যার বমি হয়েছে তাকে কাযা করতে হবে না। আর যে ইচ্ছা করে বমি করেছে সে যেন উহা কাযা করে। (তিরমিযী, আবু দাউদ-আবু হুরায়রা রা.)

(২০) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রোজা অবস্থায় অংখ্য বার মিসওয়াক করতে দেখেছি। (তিরমিযী, আবু দাউদ-আমের ইবনে রবীয়া রা.)

(২১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ওযর ও রোগ ব্যতীত যে রোজা ভেঙ্গেছে- সারা জীবনের রোজা দিয়েও তা পূরণ হবে না। (তিরমিযী, আবু দাউদ-আবু হুরায়রা রা.)

(২২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কত রোজাদার এরূপ আছে যার রোজা দ্বারা পিপাসা ব্যতীত কিছুই লাভ হয় না। কত রাতের নামাযী আছে যাদের রাত্রিতে উঠা দ্বারা জাগরণ ছাড়া কিছুই হয় না। (দারেমী-আবু হুরায়রা রা.)

(২৩) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিন জিনিস রোজা নষ্ট করে না। (১) শিক্কা, (২) বমি ও (৩) স্বপ্নদোষ। (তিরমিযী-আবু সাঈদ খুদরী রা.)

(২৪) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন শা'বান মাস অর্ধেক হয়ে যায় তোমরা তখন আর নফল রোজা রেখো না। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ-আবু হুরায়রা রা.)

(২৫) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সফরে চাইলে রোজা রাখতে পারো, চাইলে নাও রাখতে পারো। (বুখারী, মুসলিম-আয়েশা রা.)

(২৬) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যার সাথে আরামদায়ক বাহন আছে, যাকে আরামের সাথে ঘরে পৌঁছিয়ে দিবে, সে যেন রোজা রাখে, যেখানেই সে রোজা পায়। (আবু দাউদ-সালমান ইবনে মুহাব্বাক রা.)

(২৭) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল রোজা রাখা বৈধ নয়। তার ঘরে কাউকে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়াও বৈধ নয়। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রা.)

(২৮) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রমজানের পর আল্লাহর মাস মহররমের রোজাই হলো শ্রেষ্ঠ রোজা এবং ফরয নামাযের পর রাতের নামাযই হলো শ্রেষ্ঠ নামায। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রা.)

(২৯) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে রমজানের রোজা রেখেছে এবং পরে শাওয়াল মাসে ছয়দিন রোজা রেখেছে, ইহা তার পূর্ণ বছরের রোজার সমান হবে। (মুসলিম-আবু আইউব আনসারী রা.)

(৩০) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রোজার ঈদের দিনে ও কুরবানীর ঈদের দিনে রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, মুসলিম-আবু সাঈদ খুদরী রা.)

(৩১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেহ যেন শুধু শুক্রবারে রোজা না রাখে, উহার পূর্বে অথবা পরে রোজা রাখা ব্যতীত। (বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা রা.)

(৩২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে আবু যর! যখন তুমি মাসের তিন দিন রোজা রাখবে তখন উহা মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে রাখবে। (তিরমিযী, নাসাঈ-আবু যর রা.)

(৩৩) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফার দিনে আরাফার ময়দানে রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ-আবু হুরায়রা রা.)

(৩৪) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে আল্লাহর রাস্তায়

এক দিন রোজা রাখে তার ও জাহান্নামের মধ্যে আদ্বাহ একটি পরিখা সৃষ্টি করেন যা আসমান ও যমীনের দূরত্বের সমান। (তিরমিযী-আবু উমামা রা.)

(৩৫) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শীতকালের রোজা একটি বিনাকষ্টের নিয়ামত। (তিরমিযী, আহমাদ-আমের ইবনে মাসউদ রা.)

(৩৬) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রত্যেক জিনিসের যাকাত আছে এবং শরীরের যাকাত হলো রোজা। (ইবনে মাজাহ-আবু হুরায়রা রা.)<sup>১</sup>

## ইন্টারনেটে রোজার বৈশিষ্ট্য

### Who observes Ramadan?

There are a number of group of people who do not need to observe Ramadan, though they may if they wish :

- ❖ Children before the onset to puberty
- ❖ Soldiers on the battlefield
- ❖ Travellers in the desert
- ❖ Weak or elderly people
- ❖ Pregnant women, if they feel it might endanger their child
- ❖ Menstruating women
- ❖ non-Muslims, in particular people of the Book such as Jews and Christians

Sick people, travellers, and menstruating women are expected to make up any days they miss during another period of the same year.

### What is prohibited

The prohibitions only extend during daylight hours. Traditionally this begins at dawn from the moment a white thread can be distinguished from a black thread and ends at sunset, when the Sun's disk sinks below the local horizon. The night consequently is a time of pleasure and indulgence.

---

১. নির্বাচিত হাজার হাদীস।

The following things are forbidden during daylight hours :

- ❖ Eating and drinking. There is a dispute as to whether the swallowing of saliva is forbidden.
- ❖ Sexual intercourse and some schools say touching your spouse is forbidden, however, Malik's Muwatta contains Hadith that allow for kissing during fasting. Even this though is balanced by further Hadith of the companions that suggest restraint is preferred.
- ❖ Playing games of chance.
- ❖ Smoking.

## রোজার ফযীলত

রমজানের রোজার ফযীলত অনেক। ইসলামে যে সকল ইবাদতের সওয়াব ও পুরস্কার সর্বাধিক তার মধ্যে রমজানের রোজা অন্যতম। অন্য কোন ইবাদতের ফযীলত এত বেশী আলোচিত হয়নি। এখন আমরা রমজানের রোজার ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা করবো।

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

অর্থ : যে ঈমান ও সওয়াবের নিয়তে রমজানের রোজা রাখবে, আল্লাহ তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

এখানে ঈমান বলতে সত্যিকার ও যথার্থ ঈমান এবং সওয়াবের নিয়ত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া লোক দেখানো কিংবা অন্য কোন দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে রোজা না রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

(২) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'আদম সন্তানের প্রতিটি নেক কাজের জন্য ১০ থেকে ৭৯ গুণ পর্যন্ত সওয়াব নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ বলেন, রোজা এর ব্যতিক্রম। সে একমাত্র আমার জন্যই রোজা রেখেছে এবং আমিই নিজ হাতে এর পুরস্কার দেবো। সে আমার জন্যই যৌন বাসনা ও খানাপিনা ত্যাগ করেছে। রোজাদারের রয়েছে দু'টি আনন্দ। একটি হচ্ছে ইফতারের সময় এবং অন্যটি হচ্ছে আল্লাহর

সাথে সাক্ষাতের সময়। আল্লাহর কাছে রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধ মেশক-আম্বরের সুঘ্রাণের চাইতেও উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম)

এই হাদীসের আরেকটি অর্থ আছে। আর তা হলো, আল্লাহ নিজেই রোজার পুরস্কার হবেন। অর্থাৎ তাঁর সন্তুষ্টি ও সাক্ষাত লাভ করা যাবে। তখন হাদীসটি হবে : **وَأَنَا أَجْزَىٰ بِهِ** - অর্থ : আমি নিজেই এর বিনিময় হবো। এই হাদীসে অন্যান্য ইবাদতের সওয়াবের পরিমাণ উল্লেখ করে রোজাকে ভিন্নধর্মী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, তিনি নিজ হাতে রোজার সওয়াব দান করবেন এবং সেটা হবে প্রচলিত হিসেবের চাইতে অনেক বেশী। অর্থাৎ আল্লাহ রোজাদারকে রোজার জন্য অনেক বেশী বেশী সওয়াব, পুরস্কার ও বিনিময় দান করবেন।

(৩) হযরত সাহল সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন : বেহেশতে রাইয়ান নামক একটি দরজা আছে। রোজাদার ছাড়া আর কেউ সেই দরজা দিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করবে না। রোজাদাররা প্রবেশ করলে তা বন্ধ করে দেয়া হবে এবং ঐ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করবে না। (বুখারী, মুসলিম ও ইবনে খোযাইমা)

রোজার বিশেষ ফযীলত হচ্ছে বেহেশতের রাইয়ান দরজা। এটা রোজাদারের বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা। রাইয়ান শব্দটি আরবী থেকে এসেছে। এর অর্থ চূড়ান্ত তৃপ্তি সহকারে পান করা।

(৪) ইবনে খোযাইমা আর একটু বেশী বর্ণনা করে বলেন, যারা প্রবেশ করবে তারা পান করবে এবং যারা পান করবে তারা কোনদিন তৃষ্ণার্ত হবে না। রোজা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ ছাড়া এর সওয়াব কেউ জানে না।

(৫) নাসাঈ শরীফের হাদীসে এসেছে, “তুমি রোজা রাখো, রোজার সমতুল্য কিছু নেই।”

(৬) ইবনে হিব্বানে বর্ণিত আছে, আবু উমামা জিজ্ঞেস করলেন আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন যা করলে আমি জান্নাতে যেতে পারব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি রোজা রাখো।

(৭) তাবারানী হাদীসে আছে, “তোমরা জিহাদ করো নিরাপত্তা লাভ করবে, রোজা রাখো স্বাস্থ্য লাভ করবে, সফর করো ধনী হতে পারবে।

(৮) ইবনে মাজা হাদীসে এসেছে প্রত্যেক জিনিসের যাকাত আছে, শরীরের যাকাত রোজা, রোজা সবরের অর্ধেক।

(৯) মুসনাদে আহমাদে এসেছে : **الصِّيَامُ جُنَّةٌ وَحِمْنٌ حَصِينٌ مِنَ النَّارِ .**

অর্থ: রোজা হচ্ছে ঢালস্বরূপ এবং জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার সুরক্ষিত দুর্গ বিশেষ। রোজার বিনিময় জান্নাত। অন্যান্য নেক কাজের বিনিময়ে গুনাহ মাফ করা হবে। কিন্তু রোজার বিনিময়ে শুধু গুনাহ মাফ নয়, বরং জান্নাতে প্রবেশের উপায় হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

(১০) বুখারী, মুসলিম এর হাদীসে বলা হয়েছে :

**لَخُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ .**

অর্থ : রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে মিশকের সুঘ্রাণের চেয়েও উত্তম।

(১১) কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রোজা রাখলে আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে এতো দূরে রাখবেন যতদূর একটা কাকের বাচ্চা জন্মের পর থেকে বৃদ্ধাবস্থায় পৌঁছে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত উড়তে পারে। (আহমাদ)

(১২) পাঁচ ওয়াক্ত নামায এক জুম'আ থেকে আরেক জুম'আ এবং এক রমজান থেকে আরেক রমজান মধ্যবর্তী সময়ের সগীরা গুনাহর ক্ষতি পূরণ হবে যদি কবীরা গুনাহ না করা হয়। (মুসলিম)

(১৩) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন সিঁড়িতে পা রেখে তিনবার আমীন বললেন। তন্মধ্যে একটি হলো, সে ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত (কপাল পোড়া) যে, রমজান পাওয়া সত্ত্বেও গুনাহ মাফ করে নিতে পারেনি।

(১৪) যখন রমজান আসে তখন জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানকে শিকল পরানো হয়। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

(১৫) আল্লাহ জান্নাতকে এ মাসে নির্দেশ দেন, আমার বান্দাহদের জন্য সুসজ্জিত হয়ে প্রস্তুত হও, শীঘ্রই তারা দুনিয়ার দুঃখকষ্ট থেকে আমার ঘর ও সম্মানের কাছে বিশ্রাম নিবে।

(১৬) আবু মাসউদ গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি শুনেছি বান্দারা যদি জানত যে রমজান কি তাহলে আমার উম্মত পুরো বছর রমজান অব্যাহত থাকার আকাংখা পোষণ করতো।

(১৭) কোন বান্দাহ রমজানে রোজা রাখলে জান্নাতের মণিমুক্তা দ্বারা তৈরী তাবুতে হুরদের সাথে তাদের বিয়ে হবে। রোজা হচ্ছে হুরদের দেন মোহর।

(১৮) রমজান মাসে যে কেউ তার নিজ দাসদাসী ও শ্রমিকের শ্রম শিথিল করে দেবে, আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন। (বায়হাকী)

(১৯) এক হাদীসে এসেছে রোজাদারের ঘুমও ইবাদত। **نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ**

(২০) খুব চিন্তার জন্য রোজাদারের জন্য একটি হাদীস :

**كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الظُّمَأُ**

অর্থ : এমন কিছু রোজাদার আছে যাদের রোজায় শুধু খুৎ-পিপাসা লাভ হয় অন্যকিছু লাভ হয় না। (ইবনে মাজাহ)<sup>১</sup>

(২১) সূর্য ডুবলেই ইফতার করতে হয়, দেরী করলে মাকরুহ হয়ে যায়।

(২২) দু'টি রোজা নিষেধ করা হয়েছে, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন।

### অর্থসহ কুরআন তিলাওয়াত

বরযাতীর মর্যাদা হয় বরের কারণে। বর ছাড়া বরযাতীর মর্যাদা হয় না। কুরআনের কারণে রমজানের মর্যাদা। কুরআন ছাড়া রোজার মর্যাদা হয় না। রমজান মাসের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে কুরআন নাযিলের কারণে। কুরআন এ মাসে নাযিল হয়েছে বলেই রমজানের এতো মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুগন্ধি ফুলের কারণেই ফুলের পাত্র সুগন্ধি ছড়ায়। এখানে কুরআন হচ্ছে সুগন্ধি, ফুল আর রমজান হচ্ছে পাত্র।

**شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ**

অর্থ : “এই সেই রমজান মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে, যা মানব জাতির জন্য জীবন বিধান পথ প্রদর্শক, সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী।” (সূরা বাকারা-১৮৪)

### কুরআন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ হাদীস

‘আল-কুরআনো হুজ্জাতুল লাকা আও আলাইকা’- অর্থাৎ কুরআন হয় পক্ষের দলীল, না হয় বিপক্ষের দলীল। কাল কিয়ামতে কুরআন পক্ষে অথবা বিপক্ষে

সাক্ষী দেবে। যারা কুরআন অধ্যয়ন করবে, হালালকে হালাল মেনে চলবে, হারামকে হারাম মেনে চলবে, তাদেরকে জান্নাত দেয়া হবে। আর যারা কুরআনে বর্ণিত হালাল-হারাম মেনে চলবে না, আল্লাহর এ আয়াতগুলোকে অস্বীকার করবে তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। আল্লাহ আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন, আমীন।

এখানে কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে তিনটি হাদীস উল্লেখ করা হলো :

❖ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ যে কুরআন শিক্ষা করে ও অন্যকে শিক্ষা দেয়। (বুখারী-ওসমান রা.)

❖ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কুরআন দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কোন জাতিকে উন্নত করেন এবং কোন জাতিকে অবনত করেন। (মুসলিম-ওমর ইবনুল খাত্তাব রা.)

❖ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের ঘরসমূহকে গোরস্তানে পরিণত করো না, সেখানে কুরআন পড়ো। যে ঘরে সূরা বাকারা পড়া হয় শয়তান সে ঘর থেকে পালায়। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রা.)

প্রকৃতপক্ষে আল-কুরআনের সাথে সঠিক আচরণের মাধ্যমেই কেবল রমজানের কল্যাণসমূহ লাভ করা যেতে পারে। কারণ, কুরআনের ওসিলায়ই তো রমজানের এই মর্যাদা। একথা আমাদের সবাইকে ভালোভাবে হৃদয়ংগম করতে হবে যে, রমজান মাস যে মহান গ্রন্থ নাথিলের কারণে মহিমাম্বিত হয়েছে, আমাদেরকেও সম্মান, মর্যাদা, কল্যাণ ও মুক্তি লাভ করতে হলে সেই আল-কুরআনের দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আল-কুরআনের সাথে সঠিক ও যথার্থ আচরণ করতে হলে নিচের বিষয়গুলো মেনে চলতে হবে :

১. আল-কুরআনকে আল্লাহর কিতাব হিসেবে বিশ্বাস করা।
২. একথা বিশ্বাস করা যে, এ কিতাবে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।
৩. আল-কুরআন তিলাওয়াত করতে শেখা এবং বিস্ময়ভাবে নিয়মিত তিলাওয়াত করা।
৪. আল-কুরআনকে বুঝে বুঝে তিলাওয়াত করা।
৫. এর উপদেশ ও শিক্ষার আলোকে নিজের জীবনকে গড়ে তোলা।
৬. এর নির্দেশিত হালালকে হালাল বলে গ্রহণ করা এবং এর নির্দেশিত হারামকে হারাম হিসেবে বর্জন করা।



৭. আল-কুরআনের নির্দেশিত হুকুম-আহকামের আলোকে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনা করা।

৮. আল-কুরআনকে জ্ঞানের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা।

৯. কুরআনের বাহক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআনের বাস্তব নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা এবং তাঁর অনুসরণ করা।

১০. কুরআনের বিধান কার্যকর না থাকলে তা কার্যকর করার জন্য জিহাদ (চূড়ান্ত চেষ্টা) করা।

১১. কুরআনের শিক্ষার ব্যাপক প্রচার করা এবং যারা জানে না তাদেরকে কুরআন শিখানোর চেষ্টা করা।<sup>১</sup>

## কুরআন খতম কত দিনে ?

কুরআন তিলাওয়াত করলে প্রতি অক্ষরে দশ নেকী পাওয়া যায় বলে হাদীসে উল্লেখ আছে। নেকীর উদ্দেশ্যে ৩০ পারা কুরআন পাঠ করাকে এক খতম বলা হয়। কুরআন পাঠ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি হাদীস এখানে উদ্ধৃত হলো :

১. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন : তুমি কুরআন এক মাসে খতম করবে। ইবনে আমর বলেন, এর চেয়ে কম সময়ে আমি তা খতম করতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাহলে পনের দিনে খতম করবে। আবার আমি বললাম : এর চেয়েও কম সময়ে আমি তা খতম করতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাহলে দশ দিনে খতম করবে। পুনরায় আমি বললাম : আমি এর চেয়েও কম সময়ে খতম করতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাহলে সাত দিনে খতম করবে এবং এর চেয়ে কম দিনে খতম করবে না। (আবু দাউদ, বুখারী, মুসলিম)

২. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বর্ণিত, আর এক হাদীসে আছে : অতঃপর (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) সাথে আলাপ-আলোচনার পর তিনি এর পরিমাণ (এক মাস থেকে) কমিয়ে সাত দিনে করার নির্দেশ দেন। আমি বললাম আমি এর চেয়েও কম সময়ে খতম করতে সক্ষম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করেছে, সে কুরআন হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হয়েছে। (আবু দাউদ)

এ হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, মাসে কমপক্ষে অন্তত একবার কুরআন খতম করা জরুরী। সুতরাং রমজান মাসে সকলের উচিত অন্তত একবার অর্থসহ কুরআন খতম করা। যাদের সামর্থ আছে তাঁদের সকলেই যদি উল্লেখিত হাদীস মোতাবেক একবার কুরআন খতম করতে পারতেন তাহলে কুরআন বুঝা খুবই সহজ হয়ে যেত।

আমাদের দেশে না বুঝে কুরআন তিন থেকে দশ খতম দেয়া হয়। এর চেয়ে এক খতম অর্থসহ পাঠ করলে কুরআনের হক বেশী আদায় হতে পারে। কুরআন তো তাদের জন্যে সুপারিশ করবে যারা কুরআন অনুযায়ী আমল করবে আর এ কাজ অর্থ না জানলে সম্ভব হবে না। এ মাসে জিবরাঈল (আ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআন শুনাতেন এবং তিনিও জিবরাঈল (আ)-কে কুরআন শুনাতেন। কেবল একটি মাত্র ঘটনা থেকেই রমজানে কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তা ছাড়াও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : রোজা ও কুরআন আল্লাহর বান্দাহর জন্য সুপারিশ করবে। রোজা বলবে : হে আমার প্রতিপালক! আমি তাকে দিনে খাওয়া ও যৌনকামনা থেকে বিরত রেখেছিলাম। অতএব তার ব্যাপারে আপনি আমার সুপারিশ কবুল করুন। আর কুরআন বলবে : আমি তাকে রাতে ঘুম থেকে বিরত রেখেছিলাম তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। ফলে তাদের উভয়ের সুপারিশ গৃহীত হবে। (বায়হাকী)

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, বিশেষ করে রমজানে রোজা ও কুরআন তিলাওয়াত হয়তো অনেকের জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে মুক্তি ও জান্নাতপ্রাপ্তির কারণ হবে। কুরআন পাঠের ফযীলত সম্পর্কে এক হাদীসে বলা হয়েছে : কিয়ামতের দিন কুরআনের পাঠককে বলা হবে, তুমি তা পাঠ করতে থাকো এবং ওপরে উঠতে থাকো। তুমি তা ধীরে-সুস্থে পাঠ করতে থাকো, যেদূর তুমি দুনিয়াতে পাঠ করতে। কেননা তোমার সর্বশেষ বসবাসের স্থানটি জান্নাত যেখানে তোমার কুরআনের আয়াত শেষ হবে। (আবু দাউদ, বুখারী, মুসলিম)

কুরআন অধ্যয়ন করার পরিবেশ রমজান মাস ছাড়া অন্য কোন মাসে এভাবে পাওয়া যায় না। সেইরূপ খাবার আগে এবং ফরয নামাযগুলোর ফাঁকে ফাঁকে কুরআন অধ্যয়ন করার প্রচুর সময় পাওয়া যায়। সময়কে পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগালে কুরআন অধ্যয়ন করার যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যায়।

## এক নজরে রমজান ও রোজা

১. রমজান মাসের একটি নফল আদায় অন্য মাসের একটি ফরয আদায়ের সমান। (বায়হাকী)
২. রমজান মাসে একটি ফরয আদায় অন্য মাসে সত্তরটি ফরয আদায়ের সমান। (বায়হাকী)
৩. রমজান সবরের মাস, আর সবরের বিনিময় জান্নাত। (বায়হাকী)
৪. রমজান পারস্পরিক সহানুভূতি প্রকাশের মাস। (বায়হাকী)
৫. রমজান মাসে মুমিনের রিযিক বৃদ্ধি পায়। (বায়হাকী)
৬. রোজাদারকে ইফতার করলে সমান পরিমাণ সওয়াব পাওয়া যাবে অথচ রোজাদারের সওয়াব কাটা হবে না। (বায়হাকী)
৭. রোজাদারকে তৃপ্তি সহকারে খাওয়ালে হাউজে কাউসারের পানি পান করতে পারবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত পিপাসা লাগবে না।
৮. রমজানের প্রথম দশক রহমত, দ্বিতীয় দশক মাগফিরাত এবং শেষ দশক জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের।
৯. জান্নাতে আটটি গেটের মধ্যে একটির নাম রাইয়ান যে গেট দিয়ে রোজাদার ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। (বুখারী ও মুসলিম)
১০. ঈমান ও আত্মসমালোচনার সাথে (নেকী লাভের আশায়) ইবাদত করলে পূর্বের গুনাহ খাতা মাফ হয়ে যাবে। (বুখারী, মুসলিম)
১১. রোজাদারের জন্য দু'টি সময় খুশীর- একটি হলো ইফতার করার সময়, অন্যটি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময়। (বুখারী ও মুসলিম)
১২. রোজা সুপারিশ করে বলবে, হে আল্লাহ, আমি তাকে পানাহার ও প্রবৃত্তির দাবী পূরণে বাধা দিয়েছি, তার জন্য আমার সুপারিশ কবুল করুন। কুরআন বলবে, হে আল্লাহ আমি তাকে রাতের ঘুম থেকে বাধা দিয়েছি, তার জন্য আমার সুপারিশ কবুল করুন। উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে। (বায়হাকী)
১৩. রোজাদার ইফতার না করা পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য গুনাহ মার্ফের দোয়া করতে থাকে।
১৪. এ মাসে বড় বড় শয়তানদেরকে শিকল দিয়ে বাধা হয়।

১৫. রমজানের প্রতি রাতে রোজাদারদেরকে মুক্তি দেয়া হয় ।
১৬. রমজান মাস বেশী বেশী দান সাদকা করার মাস ।
১৭. রমজান মাস কুরআন নাযিলের মাস ।
১৮. রমজান মাস কুরআন বিজয়ের মাস ।
১৯. রমজান মাসের ওমরা একটি হজ্জের সমান ।
২০. রোজাদার ব্যক্তি শ্রমিকদের মতই শেষ রমজানে পারিশ্রমিক লাভ করে ।
২১. শাওয়ালের মাসের ৬ নফল রোজা রাখলে পূর্ণ বছরের সওয়াব পাওয়া যায় ।
২২. শেষ রাতের সেহরী (খাবার) বরকতময় ।
২৩. তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ-এর কিয়াম দ্বারা অতীতের গুনাহ মাফ হয়ে যায় ।
২৪. রোজার ক্রটি মুক্ত করার জন্য ফিতরা আদায় করা হয় ।
২৫. রমজানে শারীরিক রোগ-ব্যাদি দূর হয়ে যায় ।
২৬. রোজা রাখলে নিন্দা গীবত চর্চা বন্ধ হয়ে যায় ।
২৭. রমজানে তওবার দ্বারা গুনাহ মাফ হয়ে যায় ।
২৮. রমজানে ক্ষুধা-পিপাসার ব্যথা অনুভবে মমত্ব ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হয় ।
২৯. রমজানের রোজার পুরস্কার আল্লাহ তা'আলা ঈদের দিনে দিয়ে খুশী করেন ।
৩০. সমুদ্রের মাছও রোজাদারের জন্য দোয়া করে ।
৩১. রমজানে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি হয় ।

## শেষ রাতের সেহরী খাওয়া

রমজান মাসে রোজা রাখার জন্য সেহরী এবং ইফতার একদিকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অন্যদিকে রোজাদারের জন্য খুশীর ব্যাপার । রোজার উদ্দেশ্যে ভোর রাতের খাবারকে আরবীতে 'সুহর' বলে ।<sup>১</sup>

সেহরী শব্দটি হচ্ছে উর্দু যা পরে বাংলায়ও প্রচলিত হয়ে গেছে । সারাদিন রোজার উদ্দেশ্যে উপবাস থাকার জন্য শেষ রাতে পানাহার জরুরী । এতে করে পানাহার থেকে বিরত থাকার সময়ের পরিমাণ হ্রাস করা হয় । শেষ রাতে না খেলে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানের কারণে শরীর অত্যধিক দুর্বল হয়ে পড়বে । রোজার মাধ্যমে

১. সিয়ামুননী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ।

মানুষকে এতো বেশী দুর্বল করা আল্লাহর উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ যেহেতু দিনে পানাহার নিষিদ্ধ করেছেন, তাই রাতে প্রয়োজনীয় খাবার গ্রহণ খুবই যুক্তি সংগত। সেহরী খাওয়া সুন্নত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ রাতে পানাহার করতেন এবং সুবেহ সাদেক থেকে রোজা রাখতেন। সেহরী খাওয়ার মধ্যে যথেষ্ট সওয়াব ও কল্যাণ রয়েছে, রয়েছে অনেক বরকত। তাই এই সওয়াব ও বরকতের কাজটি ছেড়ে দেয়া ঠিক নয়। হযরত আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً.

অর্থ : তোমরা শেষ রাতের খানা খাও। তাতে বরকত রয়েছে। (বুখারী, মুসলিম) হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ.

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ ও ফেরেশতার সোহরী গ্রহণকারীর জন্য দরুদ পাঠ করেন। (তাবরানী ও ইবনে হিব্বান)

হযরত আমর বিন আস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : আমাদের এবং আহলে কিতাবের মধ্যে পার্থক্য হলো সেহরী খাওয়া। আর আমাদের তো প্রভাত উদয়ের আগ পর্যন্ত পানাহারের অনুমতি রয়েছে। (মুসলিম)

উল্লেখ্য যে, রাতে শুয়ে পড়ার পর আহলে কিতাবের পানাহার নিষিদ্ধ ছিল।

অন্য এক হাদীসে সেহরী খাওয়ার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

‘তোমরা দিনের রোজার জন্য সেহরী খাবারের সাহায্য নাও এবং রাতের নামাযের জন্য দুপুর নিদ্রাবিহীন বিশ্রাম গ্রহণ কর।’ এই হাদীসে দিনে রোজা রাখার জন্য সেহরীর মাধ্যমে এবং রাতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের জন্য দুপুরের হালকা বিশ্রামের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অন্য আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শেষ রাতের খানা বরকতময়, আল্লাহ তোমাদের তা দান করেছেন, তোমরা তা ত্যাগ করো না। (নাসাঈ)

হযরত সালামান (রা) বলেছেন : তিন জিনিসে বরকত রয়েছে। সেগুলো হলো জামায়াত, সারীদ নামক খাবার ও সেহরী।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, খাবার হালাল হলে তিন ব্যক্তির খানার কোন হিসেব নেয়া হবে না। ১. রোজাদার, ২. সেহরী গ্রহণকারী এবং ৩. আল্লাহর পথের মুজাহিদ। (বায়যার)

## সেহরী খাওয়ার সর্বশেষ সময়<sup>১</sup>

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন : “তোমরা সেই পর্যন্ত পানাহার করো যে পর্যন্ত না রাতের কাল রেখার বুক চিরে সুবহে সাদেক বা প্রভাতের সাদা রেখা পরিষ্কার ফুটে উঠে এবং রাত পর্যন্ত রোজা রাখো। (সূরা বাকারা-১৮৭)

সেহরীর শেষ সময় সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতপার্থক্য আছে তাদের কারোর মতে, প্রভাত বা সুবহে সাদেকের প্রাথমিক রেখা সূচিত হওয়ার সাথে সাথেই পানাহার নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আবার কেউ মনে করেন, প্রভাতের সাদা রেখা উজ্জ্বল হয়ে না উঠা পর্যন্ত পানাহারের সুযোগ থাকে।

নাসাঈ শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে হযরত যাবেদ থেকে বর্ণিত, আমরা হোয়াইফাকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আপনি কোন সময় সেহরী খেতেন? তিনি বলেন, আমরা যখন সেহরী খেতাম, তখন দিনের আলো ছড়িয়ে পড়তো, কেবল সূর্য উঠার বাকী থাকতো।

আবু দাউদ শরীফে আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যদি তোমাদের কারোর সেহরী খাওয়ার সময় আযানের আওয়ায কানে আসে, সে যেন আহার ছেড়ে না দেয় বরং পেট ভরে পানাহার করে নেয়। হযরত বেলাল (রা) রমজানে লোকদেরকে ঘুম থেকে জাগানোর জন্য সুবহে সাদেকের অর্থাৎ প্রভাত সূচনার আগে আযান দিতেন। আর প্রভাত সূচনার সময় আরেকটি আযান দিতেন আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম (রা) নামক জনৈক অন্ধ সাহাবী। তাকে লোকেরা সুবহে সাদেকের কথা বলে দিলে তিনি আযান দিতেন।

আজকাল লোকেরা কড়াকড়ি শুরু করেছে। কিন্তু শরীয়ত এ দুইটি বিষয়ে সময়ের ব্যাপারে এমন কোন সীমানা নির্ধারণ করে দেয়নি যে তা থেকে কয়েক সেকেন্ড বা

১. সিয়ামুননী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

কয়েক মিনিট এদিক ওদিক হয়ে গেলে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে। প্রভাতকালে রাতের বুক চিরে সাদা রেখা ফুটে ওঠার মধ্যে কিছু সময়ের অবকাশ আছে। ঠিক সুবহে সাদেক বা প্রভাতের উদয় মুহূর্তে যদি কারো ঘুম ভাঙ্গে, তাহলে সঙ্গতভাবেই সে উঠে তাড়াহুড়া করে কিছু পানাহার করে নিতে পারে। (তাফহীমুল কুরআন-সূরা বাকারা-১৮৪ নং আয়াত, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী)

প্রভাতের উদয় ও সূর্যাস্তের সময় যে কিছু সময়ের অবকাশ আছে তা আল্লাহরই করুণা। তাতে কোন মানুষের সংকীর্ণতা বা কড়াকড়ি প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই।

### ইফতার জলদি করা<sup>১</sup>

রোজা ভাঙ্গার কাজকে ইফতার এবং যে খাবার দ্বারা ইফতার করা হয় তাকে ইফতারী বলা হয়। সূর্যাস্তের পর পরই ইফতার করা সুন্নত। ইফতারে দেরী না করা উত্তম। এ মর্মে আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে হাদীসে কুদসী বর্ণনা করেন। আল্লাহ বলেন : আমার কাছে সে ব্যক্তি অতি প্রিয় যে তাড়াতাড়ি ইফতার করে। (তিরমিযী, ইবনে খোযায়মা ও ইবনে হিব্বান)

আবু সাঈদ খুদরী (রা) সূর্য অস্তমিত হওয়ার সাথে সাথে ইফতার করতেন। (বুখারী)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দ্বীন ততক্ষণ জয়ী থাকবে যতকাল লোকেরা শীঘ্র ইফতার করবে। কেননা, ইহুদী ও নাসারাগণ দেরীতে ইফতার করে। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

সাহল বিন সা'দ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমার উম্মত সে পর্যন্ত ইফতারের বিষয়ে আমার সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যে পর্যন্ত তারা তারকা উদয়ের অপেক্ষা না করবে। (ইবনে হিব্বান)

সাহল বিন সা'দ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে পর্যন্ত লোকেরা অবিলম্বে ও দ্রুত ইফতার করবে, সে পর্যন্ত তারা কল্যাণের মধ্যে থাকবে। (বুখারী ও মসুলিম)

ইয়ালী বিন সুররাহ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তিন কাজ পছন্দ করেন। ১. দ্রুত ইফতার করা, ২. দেরীতে সেহরী খাওয়া এবং ৩. নামাযে এক হাতের উপর অন্য হাত রেখে দাঁড়ানো। (তাবরানী)

১. রমজানের তিরিশ শিক্ষা।

ইফতারের আদব হচ্ছে, সূর্য ডোবার সাথে সাথে ইফতার করা, আধাপাকা খেজুর কিংবা পাকা খেজুর অথবা পানি দিয়ে ইফতার করা এবং মাগরিবের নামায আদায়ে দেরী না করা ও প্রয়োজনবোধে নামায শেষে ইফতারীর বাকী অংশ খাওয়া।

## জলদী ইফতারের চিকিৎসাগত দিক

দেরী না করে দ্রুত ইফতার করার নির্দেশের মধ্যে অনেক কল্যাণ রয়েছে। পুরো দিন উপবাস থাকার কারণে ক্ষতি পূরণের জন্য অতি দ্রুত ইফতার করা দরকার। এতে করে জীবন, কাজ ও চলাফেরার গতি অব্যাহত রাখ যায়। শরীর বিভিন্ন খাবার থেকে শক্তি সংগ্রহ করে। সেগুলো রক্তে সুগার তৈরী করে এবং সেখান থেকে শক্তি আসে। দেরীতে ইফতার করলে ক্লান্তি ও দুর্বলতা বেশী দেখা দেয়। কেননা, তখন রক্তে সুগারের পরিমাণ ব্যাপকহারে হ্রাস পায়। এছাড়াও ক্ষুধা-পিপাসার তীব্র জ্বালাতো রয়েছেই। দ্বীন ইসলাম মাত্রাতিরিক্ত কষ্ট ও দুর্বলতাকে উৎসাহিত করে না। দ্রুত ইফতার শরীরের ফিজিওলজিক্যাল ও মনস্তাত্ত্বিক শক্তি বৃদ্ধি করে এবং হজম শক্তির পরিকল্পিত উন্নয়নে সহায়তা করে।

## ইফতার ও ইফতার শেষে দোয়া

ইফতার করার পূর্বে দোয়া : আল্লাহুমা লাকা সুমতু ওয়া আ'লা রিয়কিকা আফতারতু- অর্থ : হে আল্লাহ তোমার জন্যই রোজা রেখেছি এবং তোমার রিয়ক দ্বারা ইফতার করছি। ইফতার শেষে দোয়া : যাহাবায যামাউ ওয়াব তাল্লাতিল উরুকু ওয়া সাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ- অর্থ : পিপাসা দূর হয়েছে, শিরাগুলো সিক্ত হলো, আল্লাহর ইচ্ছায় পুরস্কার নির্ধারিত হলো।

## ইফতারের খাবার<sup>১</sup>

আমরা ইফতারের বহু জিনিস খাই। আমাদের দেশে সাধারণত বুট, মুড়ি, পেয়াজু, বেগুনী, চপসহ ভাজা পোড়া জাতীয় খাবার দ্বারা ইফতারী করা হয়। মনে হয় যতো বেশী খাওয়া যায় ততোই ভাল। ডাক্তারী মতে এসব ভাজাপোড়া জাতীয় খাবার রোজাদারের জন্য মোটেই উপযোগী নয় এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ইফতারের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

১. রমজানের তিরিশ শিক্ষা।



إِذَا أَفْطَرَ أَحَدَكُمْ فَلْيَفْطِرْ عَلَى تَمَرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمَرًا  
فَالْمَاءُ فَإِنَّهُ طَهُورٌ -

অর্থ : 'তোমরা খেজুর দিয়ে ইতফার করো, কেননা তাতে বরকত রয়েছে। যদি খেজুর না থাকে তাহলে পানি দিয়ে ইফতার করো। পানি পাক ও পবিত্র।' রাসূলুল্লাহ (সা) এই দুইটি খাবারের কথা উল্লেখ করেছেন। অন্য কোন খাবারের কথা উল্লেখ করেননি। কেননা এতে অনেক উপকার ও স্বাস্থ্য সুবিধা রয়েছে। রোজাদারের শরীরে রোজার কারণে খাদ্য ও পানীয়ের অভাব দেখা দেয়। সুগার জাতীয় খাবার শরীরে অপেক্ষাকৃত দ্রুত মিশে যায় এবং শরীর পাকস্থলী কিংবা অন্ত্রগালী থেকে তা সরাসরি গ্রহণ করতে পারে। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, খেজুরের এই বৈশিষ্ট্য সর্বাধিক। তা রক্তে সুগারের পরিমাণকে দ্রুত স্বাভাবিক পর্যায়ে পৌছাতে পারে। ফলে, শরীরের ক্লাস্তি ও দুর্বলতা দূর হয়। খেজুরে রয়েছে প্রচুর সুগার। শরীরের উপর খেজুরের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া খুবই কম। তাছাড়াও তাতে প্রচুর ভিটামিন এবং খনিজ উপাদান রয়েছে। হাদীস অনুযায়ী খেজুর না থাকলে পানি দিয়ে ইফতার করা উত্তম। তবে পানি যদি ফলের রস কিংবা শরবত আকারে হয় সেটাও ভাল। যাতে করে শরীর প্রয়োজনীয় সুগার গ্রহণ করতে পারে।

খেজুর, পানি কিংবা সুগার জাতীয় খাবার দিয়ে ইফতার করার পর মাগরিবের নামায আদায় করা উত্তম অর্থাৎ নামাযের আগে হালকা ইফতার করা রাসূলুল্লাহর পদ্ধতি। তারপর অবশিষ্ট ইফতার করা উত্তম। কেননা হালকা ইফতার গ্রহণ করে নামায পড়া শরীরের জন্য খুবই যুক্তিসঙ্গত। এ সময়টুকুতে অন্ত্রগালী দ্রুত সুগার জাতীয় খাবার চুষে নিতে পারে। ফলে শরীর স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে আসে। অল্প ইফতার গ্রহণ করায় লালা নিঃস্বরণকারী গ্లాণ্ড চাঙ্গা হয় এবং পরবর্তী খাবার গ্রহণের জন্য শরীর প্রস্তুত হয়। স্বল্প খাবার গ্রহণ করায় পেট ভারী অনুভূত হয় না এবং নামাযে মন বসাতে সমস্যা হয় না। বেশী খেলে বদহজমী ও ওজন সমস্যা সৃষ্টি করে শরীরে অলসতা ও অবসাদ সৃষ্টি করে। বেশী ঘুমানো সময়ের অপচয়। রোজার দিনে বেশী ঘুমিয়ে সময় নষ্ট না করে কুরআন অধ্যয়ন, হাদীস অধ্যয়ন ও ইসলামী বই পুস্তক পাঠ করা উচিত।<sup>১</sup>

## সফরে রোজা রাখা-না রাখা<sup>১</sup>

সফরে ইচ্ছা করলে রোজা রাখা যায় আবার না রাখলেও চলে। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : আমরা অনেক সময় (রমজান মাসে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে থাকতাম। আমাদের মধ্যে যারা রোজা রাখতেন তাঁরা কখনো যারা রোজা রাখতেন না তাদেরকে নিন্দাবাদ করতেন না। (বুখারী, আবু দাউদ, মুসলিম)

ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে কখনো রোজা রেখেছেন আবার কখনো ভঙ্গ করেছেন, সুতরাং কেউ ইচ্ছা করলে রোজা রাখতে পারে, আবার কেউ ইচ্ছা করলে রোজা ভঙ্গ করতে পারে। (আবু দাউদ, মুসলিম)

সফরে রোজা রাখা না রাখা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন : আল্লাহ তা'আলা তোমাদের যে সুবিধা দিয়েছেন তা গ্রহণ করা তোমাদের জন্য অপরিহার্য। (মুসলিম)

ক্ষমতাবান ব্যক্তির জন্য রোজা পালন উত্তম এবং অক্ষম ব্যক্তির জন্য ইফতার করা উত্তম। সফরে রোজা রাখা ও ভঙ্গ করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ মনে করতেন, যার সামর্থ আছে সে রোজা পালন করবে এটাই তার জন্য উত্তম আর যে দুর্বল সে রোজা ছেড়ে দিবে এটাই তার জন্য উত্তম। (মুসলিম)

## কাযা রোজা<sup>২</sup>

কোন শরয়ী কারণে রোজা ছুটে গেলে পরে অন্য মাসে এক রোজার জন্য এক রোজা রাখার নাম কাযা রোজা। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে অন্য মাসে এক রোজার বদলে ৬০ রোজা লাগাতারভাবে আদায় করতে হবে। একে কাফফরা কাযা রোজাও বলা হয়। রমজান মাসের ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয়া একটি রোজার কাযা আদায়ের জন্য অন্য সময়ে লাগাতার ৬০টি রোজা রাখতে হবে। মাঝে বিরতি ঘটলে পুনরায় প্রথম থেকে লাগাতার ৬০টি রোজা রাখতে হবে। কেউ যদি শারীরিকভাবে ৬০টি রোজা রাখতে সমর্থ না হয় তবে ৬০ জন মিসকীনকে পেট ভরে দু'বেলা খাবার খাওয়াতে হবে। রমজানের কাযা রোজা কখন কিভাবে আদায় করতে হবে এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন : এক সাথে না

১. সিয়ামুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ২. প্রাগুক্ত।

রেখে বিরতি দিয়ে রাখলে কোন দোষ নেই। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : অন্য দিনগুলোতে পূরণ করবে। আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, আমি হযরত আয়েশাকে (রা) বলতে শুনেছি, 'আমার ওপর রমজানের কাযা রোজা থাকতো। কিন্তু শা'বান মাস আসার পূর্বে আমি তা আদায় করতে পারতাম না। ইয়াহইয়া বলেছেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে মশগুল থাকার কারণে তিনি তাঁর কাযা রোজা আদায় করার অবকাশ পেতেন না।' (বুখারী, মুসলিম)

ওয়ের কারণে যথা- রোগ, সফর ও মাসিক ঋতু ইত্যাদির কারণে যে রমজানের রোজা পালন করেনি তার জন্য রমজানের কাযা বিলম্বে আদায় করা জায়েয। (মুসলিম)

কিন্তু ইমামগণ মনে করেন কাযা আদায়ের ব্যাপারে গাফলতি না করে যতো দ্রুত সম্ভব তা আদায় করে দেয়া উচিত।

## মৃত ব্যক্তির কাযা রোজা

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন মৃত ব্যক্তির ওপর কাযা রোজা থাকলে এ লোকের অভিভাবক তার পক্ষ থেকে তা আদায় করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর এক মাসের রোজা কাযা আছে। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে তা আদায় করব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হ্যাঁ, আল্লাহর ঋণ পরিশোধিত হওয়ার বেশী হকদার। অর্থাৎ তোমার মা যদি কিছু ঋণ রেখে যেতো তা শোধ করা যেমন তোমার জন্য অপরিহার্য, কাযা রোজাও তাই। কেননা এ ঋণ আল্লাহর নিকট। (বুখারী ও মুসলিম)

ইবনে আব্বাস (রা) মনে করেন, সফরে রোজা না রেখে কেউ সফরেই মারা গেলো তার ওপর কোন দায়িত্ব নেই। কিন্তু আতা (রা) বলেন : তার পক্ষ থেকে মিসকীন খাওয়াতে হবে। (মুসান্নাফ আবদুর রায়যাক)

## মহিলাদের কাযা রোজা

এ সম্পর্কে বুখারী শরীফের একটি অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, হায়েয অবস্থায় মেয়েরা নামায ও রোজা করবে না। হায়েয অবস্থায় রোজা কাযা হলে তা আদায় করতে

হবে, তবে নামাযের কাযা আদায় করতে হবে না। অর্থাৎ মেয়েদের হায়েয হলে রোজা রাখবে না, কিন্তু এ ক'টি দিন পরে কাযা রোজা আদায় করতে হবে।

১. আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এটা কি ঠিক নয় যে, হায়েয শুরু হলে মেয়েরা নামায পড়তে বা রোজা রাখতে পারে না ? আর দ্বীনের ব্যাপারে এটাই তাদের কমতি। (বুখারী)

২. আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমরা রমজানে ঋতুবর্তী হতাম। তখন আমাদের রোজা কাযা করার নির্দেশ দেয়া হতো। (বুখারী ও মুসলিম)

রোজা কাযা করার অর্থ ঋতুর জন্য যে ক'দিন রোজা কাযা হবে তা রমজানের পর পূরণ করে দিতে হবে।

### ঋতুবর্তী নারীর রোজা

রমজানে দিনের মধ্যে কেউ ঋতুবর্তী হলে দিনের বাকি অংশ তিনি পানাহার করতে পারবেন। ঋতুবর্তী থাকাকালীন ফজরের পর (অর্থাৎ দিনের যে কোন সময়) পবিত্র হয়ে যান, তাহলে তিনি দিনের বাকি অংশ খাবেন না। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা)।

হায়েয ও নিফাসওয়ালী যদি রাতে পবিত্র হয়ে যান, তাহলে তিনি সেহরী খাবেন এবং গোসল করে ফজরের নামায পড়বেন ও রোজা রাখবেন।

### শিশুদের রোজা

বুখারী শরীফের একটি প্রাসংগিক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, শিশুদের রোজা রাখা। রমজান মাসে এক নেশাখন্তকে উমর (রা) বলেছিলেন : তোমার সর্বনাশ হোক। আমাদের শিশুরা পর্যন্ত রোজা রাখছে আর তুমি নেশায় বুধ হয়ে আছো। এরপর তার ওপর হুদ জারি করলেন।

রুবাই বিনতে মুআইয়েয (রা) থেকে বর্ণিত, আশুরার দিন সকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের বস্তিসমূহে খবর ও নির্দেশ পাঠালেন যে, যারা সকালে খেয়েছে তারা দিৱেন বাকি অংশে আর কিছু খাবে না। আর যারা রোজা রেখেছে তারা রোজা ঠিক রাখবে।

হাদীসের বর্ণনাকারিণী রুবাই বিনতে মুআইয়েয (রা) বলেন : এরপর আমরাও রোজা রাখতাম এবং আমাদের শিশু বাচ্চাদেরও রোজা রাখতাম। আমরা তাদের

তুলা বা পশমের খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতাম। আর এভাবেই ইফতারের সময় হয়ে যেতো। (বুখারী)

শিশুদের রোজা পালন সম্পর্কে অধিকাংশ উলামার মত হলো— রোজা তাদের ওপর ফরয নয়। কিন্তু পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক বলেছেন, অভ্যাস গড়ে ওঠার জন্য তাদের রোজা রাখতে বলা হবে। তাহলে তারা বড় হয়ে সহজেই রোজা রাখতে পারবে এবং তাদের সওয়াব তাদের মা-বাবা পাবে।

আমাদের অতীতের নেক ও বুজুর্গ লোকেরা রমজান মাসে সন্তানদেরকে রোজা রাখার অভ্যাস করাতেন। এই অভ্যাস শিশুদের পরবর্তী জীবনে কার্যকর প্রভাব বিস্তার করে। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ  
أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ -

অর্থ : 'তোমাদের সন্তানদের তাদের ৭ বছর বয়সে নামায পড়ার আদেশ করো, নামায না পড়লে ১০ বছর বয়সে তাদেরকে শাস্তি দাও এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দাও।' (আহমদ, আবু দাউদ)

এই হাদীসে শিশুদের নামায শিক্ষার সুস্পষ্ট আদেশ দেয়া হয়েছে। তাই তাদেরকে রোজাসহ অন্যান্য নেক কাজেরও অভ্যাস করাতে হবে। আর তাদেরকে ঐ বয়সে মাতা-পিতার বিছানা থেকে পৃথক স্থানে শোয়াতে হবে। তা না করলে, পরে এর নেতিবাচক প্রভাব এবং যৌন বিকৃতিসহ মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনবে।

শিশুর ভাল মন্দ হওয়া নির্ভর করে তার উপযুক্ত শিক্ষা ও পারিবারিক পরিবেশের ওপর। এই কথাটিই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَبَوَّأَهُ يَهُودًا نَّهِ وَيُنَصِّرَانِهِ  
وَيُمَجِّسَانِهِ الْخ -

অর্থ : 'সকল মানব শিশু ফিতরাত (দ্বীনে ইসলাম)-এর ওপর জন্মগ্রহণ করে। পরে তার মাতা-পিতা তাকে ইহুদী, খৃষ্টান ও অগ্নিপূজারী বানায়। পশু যখন নিখুঁত বাচ্চা প্রসব করে তখন কি তার মধ্যে কোন ক্রটি দেখতে পাও? মানুষই পরে তার বিভিন্ন অঙ্গ কেটে খুঁত সৃষ্টি করে।'... (মেশকাত)

এই হাদীস পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছে যে, শিশুর শিক্ষার ব্যাপারে মা-বাবা ও পরিবারের ভূমিকা কি।

এই হাদীসে মা বাবার উপর শিশু শিক্ষাকে ফরয করা হয়েছে। তারা সন্তানকে যেভাবে গড়বে, সেভাবেই তারা গড়ে উঠবে। মা-বাবার কারণেই সন্তান ইহুদী, নাসারা, পৌত্তলিক ও নাস্তিক হয়। শিশুর ইসলামী শিক্ষার জন্য পূর্বশর্ত হলো, মা বাবার ইসলামী শিক্ষা। কেননা তারা নিজেরাই অন্ধ হলে আরেক অন্ধকে পথ দেখাবে কিভাবে ?

শিশুরা অনুকরণ প্রিয়। তারা যাদের কাছে থাকে তাদের কাজ কর্ম ও চারিত্রিক গুণ দ্বারা প্রভাবিত হয়। তারা পরামর্শ ও উপদেশের চাইতে বানরের মত অন্যের দেখাদেখি কোন কাজ করতে আগ্রহী। সে কাজ ভাল কি মন্দ তারা তা চিন্তা করে না। সে জন্য মা-বাবাকেও সন্তানের জন্য ভাল গুণ ও চরিত্রের অধিকারী হতে হবে, তাদের সামনে ভাল আচরণ ও কাজ করতে হবে এবং খারাপ কাজ ও কথাবার্তা থেকে দূরে থাকতে হবে। তাই আমরা বিন আকাবা বিন আবু সুফিয়ান তার সন্তানের শিক্ষককে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন : 'আমার সন্তানের সংশোধন তোমার সংশোধনের দাবী রাখে। কেননা, তাদের চোখ তোমার উপর নিবদ্ধ। তুমি যা করো সেটাকেই তারা ভাল এবং তুমি যেটা করো না, সেটাকেই তারা মন্দ মনে করে।'১

## ইন্টারনেটে শিশু রোজাদার

As life in general moves at a slower pace during Ramadan, young say they "like to kill time" by users surfing the web before the cannon goes off at sunset, signalling the time to break the dawn-to-dusk fast with your family.

The [www.islamonline.net](http://www.islamonline.net) website has one of the most extensive Ramadan offers, with a wide variety of sections supported by state-of-the-art graphics.

The site provides a wealth of islamic background, with excerpts from the Quran holy book, fatwas, or religious edicts, on fasting and recommendations from leading clerics.

Cooking tips also feature widely, with health pages

informing the reader that "fasting is the single greatest natural healing therapy".

The "palesting competition", which challenges its participants to remember dates of landmark killings and massacres in palestinian history, sits in the on-screen menu just above a special science section on fasting.

[www.middle-east-online.com](http://www.middle-east-online.com), [www.islam on line.net](http://www.islam on line.net)

## আশুরার (১০ মুহররম) রোজা

১. মুহররম মাসের ১০ তারিখের আগে অথবা পরের দিন যোগ করে দু'টি রোজা রাখার নাম আশুরার রোজা। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরার দিন রোজা রাখতেন এবং এদিন রোজা রাখার হুকুম দেন। (বুখারী, মুসলিম বি.সা.)

২. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আগামী বছর পর্যন্ত যদি আমি বেঁচে থাকি, তাহলে নয় তারিখের রোজা রাখবো। (মুসলিম)

৩. ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় আগমন করলেন। মুহররম মাসের রোজা দেখে বললেন। এটি কি ধরনের রোজা ? তারা জবাব দিলো : এটি একটি পবিত্র দিন। এদিন আল্লাহ অত্যাচারী ফেরাউন থেকে বনী ইসরাঈলকে নাজাত দিয়েছেন। তিনি বললেন, মুসা (আ)-এর বেশী হকদার হলাম আমি। অতঃপর তিনিও রোজা করলেন এবং এদিন সকলকে রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা আশুরার আগে একদিন বা পরে একদিন রোজা করো এবং এভাবে ইহুদীদের বিপরীত করো। (ইবনে খোযাইমা)

৫. ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন : আমি নবী (সা)-কে এদিন অর্থাৎ আশুরার দিন (১০ মুহররম) এবং এ মাস অর্থাৎ মাহে রমজান ভিন্ন অন্য কোন দিনকে অধিক ফযীলত মনে করে রোজা করতে দেখিনি। (বুখারী)

৬. একদিন আসলাম গোত্রের লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন : তোমরা বাকি দিন আর কিছু না

খেয়ে রোজা করছে? তারা বললো : না। তিনি বলেন : তোমরা বাকি দিন আর কিছু না খেয়ে রোজা করো এবং পরে এদিনের রোজার কাযা আদায় করবে। (আবু দাউদ)

৭. আশুরার রোজা বিগত এক বছরের গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়। (মুসলিম)

এসব হাদীস প্রমাণ করে যে, আশুরার রোজা ৯ ও ১০ মুহররম-এ দু'দিন পালন করা উচিত।

## হাদীসে রমজানের শেষ দশক

- ❖ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শবে কদর তালাশ করবে রমজানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিতে। (বুখারী-আয়েশা রা.)
- ❖ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের শেষ দশকে ইবাদতে অধিক পরিশ্রম করতেন যা অন্য সময় করতেন না। (মুসলিম-আয়েশা রা.)
- ❖ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের শেষ দশকে ইবাদতের জন্য কোমর বেঁধে ফেলতেন। সারা রাত্রি নিজে জাগতেন ও পরিবার পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন। (বুখারী, মুসলিম-আয়েশা রা.)
- ❖ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কদরের রাত্রিতে বেশী বেশী বলবে “আল্লাহুয়া ইল্লাকা আফুউন, তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নি”- হে আল্লাহ, তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমাকে ভালবাসো। অতএব আমাকে ক্ষমা করো। (ইবনে মাজাহ, তিরমিযী, আহমদ-আয়েশা রা.)
- ❖ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতেকাফ অবস্থায় হাঁটতে এদিক ওদিক না যেয়ে ও না দাঁড়িয়ে রুগীর অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ-আয়েশা রা.)
- ❖ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এতে'কাফ করতেন, তার জন্য মসজিদে বিছানা পাতা হতো, তথায় তার খাটিয়া স্থাপন করা হতো উস্তওয়ানায়ে তওবা বা অনুতাপের খুঁটির পিছনে। (ইবনে মাজাহ-আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা.)<sup>১</sup>



## শেষ দশক ও এতেকাফ

রমজানের শেষ দশক অর্থাৎ ২১ রমজান থেকে মাসের শেষ দিন পর্যন্ত জাহান্নাম থেকে মুক্তির সময়। এ সময়ই এতেকাফ করা হয়। কদরের রাত্রির ফযীলত যাতে ছুটে না যায় সে জন্য রমজানের শেষ দশদিন মসজিদে এতেকাফ করতে হয়। রমজানের শেষ দশক এতেকাফ করা সুন্নত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে সুন্নত বললেও প্রতি রমজানে এতেকাফ তিনি কখনও ছাড়েননি। একবার করতে না পারার কারণে পরে কাযা আদায় করেছিলেন।

## এতেকাফের অর্থ

এতেকাফের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, কোন জিনিসকে আঁকড়ে ধরা এবং এর উপর নিজ সত্তা ও আত্মাকে আটকে রাখা। আর পরিভাষিক অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির মসজিদে বাস ও অবস্থান করা। সকল সময় এতেকাফ জায়েয। তবে রমজান মাসে উত্তম এবং রমজানের শেষ দশকে কদরের রাতের জন্য তা সর্বোত্তম। নামায, রোজা, কুরআন তিলাওয়াত, ইসলামী জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় নিজেকে সম্পূর্ণ ব্যস্ত রাখা এতেকাফের দাবী।

## এতেকাফের উদ্দেশ্য

আল্লামা হাফেজ ইবনে রজব বলেছেন : এতেকাফের উদ্দেশ্য হলো সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক কায়ম করা। আল্লাহর সাথে পরিচয় যতো বেশী হবে, সম্পর্ক ও ভালবাসা ততো গভীর হবে।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম বলেছেন : আল্লাহর পথে যাত্রা অব্যাহত রাখা নির্ভর করে যোগ্য ও সঠিক মনের উপর। মন শতধা বিচ্ছিন্ন থাকলে সে পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। সে জন্যই মনকে আল্লাহর দিকে ধাবিত করা দরকার। অথচ অতিরিক্ত পানাহার, মানুষের সাথে অতিরিক্ত মেলামেশা, বেহুদা ও বেশী কথাবার্তা এবং অতিরিক্ত ঘুম মনকে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত করে রাখে এবং ব্যক্তিকে সকল উপত্যকায় বিচরণ করায়। সে জন্য আল্লাহর পথে যাত্রা বাধা প্রাপ্ত হয় কিংবা দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই মেহেরবান আল্লাহ রোজার মাধ্যমে অতিরিক্ত পানাহার ও যৌন কামনাকে রোজার বিধানের মাধ্যমে দূর করার ব্যবস্থা করেছেন।

## এতেকাফের সওয়াব

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একদিন এতেকাফ

করে, আল্লাহ তাঁর ও দোযখের মধ্যে ৩ খন্দক পরিমাণ দূরত্ব সৃষ্টি করেন। প্রত্যেক খন্দক পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের চাইতে আরো বেশী। (তাবরানী ও হাকেম)

আলী বিন হুসাইন নিজ পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে বক্তি রমজানের ১০ দিন এতেকাফ করে, তা দুই হজ্জ ও দুই ওমরার সওয়াবের সমান। (বায়হাকী)

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, এতেকাফকারী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এতেকাফকারী গুনাহ থেকে বিরত থাকে। তাকে সকল নেক কাজের কর্মী বিবেচনা করে বহু সওয়াব দেয়া হবে। (ইবনে মাজাহ)

### এতেকাফের মর্যাদা

এতেকাফ সুন্নত। রমজানের শেষ দশ রাতে কদরের রাত্রির অবশেষে এতেকাফ করার বিধান চালু হয়েছে। কিন্তু এতেকাফের মান্নত করলে তা পালন করা ওয়াজিব হবে। রমজান ছাড়াও কোন সময় মসজিদে অনির্ধারিত সময়ব্যাপী এতেকাফ করা যায়। পবিত্র কুরআন মজীদে আল্লাহ বলেছেন :

وَطَهَّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ.

অর্থ : আমার ঘরকে তাওয়াফ ও এতেকাফকারীদের জন্য পবিত্র রাখো। এতেকাফ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানে ১০ দিন এতেকাফ করতেন কিন্তু ইস্তেকালের বছর তিনি ২০ দিন এতেকাফ করেন। (বুখারী)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমৃত্যু রমজানের শেষ দশকে এতেকাফ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

এতেকাফের মান্নত আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে দু'টি হাদীস আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কারোর মান্নত যদি আল্লাহর আনুগত্যের জন্য হয়, তা যেনো পূরণ করা হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, ওমর (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, আমি জাহেলিয়াতের যুগে মসজিদে হারামে এক রাত এতেকাফ করার নিয়ত করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমার মান্নত পূরণ করো।

## এতেকাফের নিয়ম

১. বেশী বেশী নামায পড়া, অর্থসহ কুরআন ও হাদীস তিলাওয়াত, তাফসীর এবং ইসলামী সাহিত্য পড়া।
২. বেহুদা কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা। ঝগড়া ঝাটি এবং গাল-মন্দ না করা।
৩. মসজিদের একটি অংশে অবস্থান করা। নাফে' (রা) থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ বিন ওমর আমাকে মসজিদে নববীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এতেকাফের সুনির্দিষ্ট স্থানটি দেখিয়েছেন। (মুসলিম)

## শেষ দশকে এতেকাফকারী যা করতে পারে

১. জরুরী কাজের জন্য মসজিদের বাইরে যাওয়া। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এতেকাফকারীর জন্য স্নানত হলো, রোগী দেখতে না যাওয়া, জানাযায় অংশ গ্রহণ না করা, স্ত্রীকে স্পর্শ না করা, সহবাস না করা এবং খুব বেশী প্রয়োজন না হলে মসজিদ থেকে বের না হওয়া। (আবু দাউদ)
২. মসজিদে পানাহার ও ঘুমানো। তবে মসজিদের পবিত্রতা রক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।
৩. জায়েয কথা বলা ও প্রয়োজনে অন্যের সাথে কথা বলা।
৪. চুলের সিঁথি কাটা, নখ কাটা, শরীর পরিষ্কার করা, ভাল কাপড় পরা এবং সুগন্ধ মাখা। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে এতেকাফ করতেন। তিনি হজরার ভেতর মাখা চুকিয়ে দিতেন। আমি মাথায় সিঁথি করে দিতাম। (বুখারী ও মুসলিম)
৫. নিজ পরিবারের লোকদেরকে বিদায় জানানোর জন্য বের হওয়া। হযরত সুফিয়া (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে অনুরূপ ঘটনা জানা যায়।<sup>১</sup>

## এতেকাফে প্রবেশ ও বের হবার নিয়ম

কোন ব্যক্তি এতেকাফের নিয়তে যে সময় মসজিদে প্রবেশ করবে সেটাই তার এতেকাফের সময় হিসেবে বিবেচিত হবে। এরপর যখন শেষ করার নিয়তে বের হয়ে পড়বে তখনই এতেকাফ শেষ হয়ে যাবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কেউ

১. যাকাত সিয়াম এতেকাফ।

রমজানের শেষ ১০ দিন এতেকাফ করতে চাইলে সূর্যাস্তের আগে মসজিদে প্রবেশ করবে এবং রমজানের সবশেষ দিন সূর্যাস্তের পর মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসবে।

## শেষ দশক ও বিবিধ বিষয়

সুনুত এতেকাফ শুরু করার পর তা কোন কারণে পূর্ণ করতে না পারলে পরবর্তীতে কাযা আদায় করা উত্তম। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে জানা যায়, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাওয়াল মাসে তা কাযা করেন। মহিলাদের এতেকাফের স্থান নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেছেন, ঘরে এতেকাফ করাই উত্তম। আবার কেউ কেউ বলেছেন, মসজিদে নিরাপদ হলে সেখানেও এতেকাফ করা যায়। তবে শর্ত হলো, স্বামীর অনুমতি নিয়ে এতেকাফে বসতে হবে। বিনা অনুমতিতে বসলে স্ত্রীকে এতেকাফ থেকে সরিয়ে নেয়ার অধিকার স্বামীর রয়েছে।

রমজানের শেষ দশকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ স্ত্রীদেরকে জাগাতেন এবং রাত্রি জাগরণে সাথে অংশগ্রহণ করাতেন। তিনি যখন মসজিদে এতেকাফ করেন তখন তাঁর স্ত্রীরা তাঁকে বেশী দেখতে আসেন ও উৎসাহ দেন। এমনকি কদরের বরকত লাভের জন্য কখনও তাঁরা এতেকাফ করেন। যখন তিনি জানতে পারলেন যে, তারা তার সাথে মসজিদে এতেকাফের বিষয়ে প্রতিযোগিতায় নেমেছেন তখন তিনি তাদের মধ্যে গর্ব-অহংকারের আশংকা করেন এবং একবার মসজিদে থেকে তাদের এতেকাফের তাঁবু সরিয়ে ফেলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর আগ পর্যন্ত শেষ দশকে এতেকাফ করেছেন। তারপর তাঁর স্ত্রীরাও এতেকাফ করতেন। (বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ)

অন্য আরেক হাদীসে এসেছে, তিনি এতেকাফ করার জন্য মসজিদে তাঁবু টানানোর নির্দেশ দেন। তাঁবু নির্মাণ করা হলো। তাঁর স্ত্রী যখনবসহ অন্যান্য স্ত্রীদের তাঁবু টানানোর নির্দেশ দেন। ফজরের সময় তিনি এতো তাঁবু দেখে বললেন, কল্যাণ নেমে এসেছে। তারপর তিনি তাঁবুগুলো সরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেন এবং নিজেও সেই বছর রমজানে এতেকাফ ছেড়ে দেন ও শাওয়াল মাসের প্রথম ১০ দিন এতেকাফ করেন। (মুসলিম)

বস্তুত এতেকাফ মানুষের জীবনে একটি সুযোগ এনে দেয় সংসার ও সামাজিক যাবতীয় কাজকর্ম ও লেনদেন থেকে কিছু সময় কিছু দিনের জন্য মুক্ত হয়ে মানুষ একান্তভাবে আল্লাহ ধ্যানে মশগুল থাকার সুযোগ পায় এতেকাফের মাধ্যমে।

এখানে স্ত্রীর চিন্তা নেই, স্বামীর চিন্তা নেই, সন্তানাদির চিন্তা নেই, সম্পদের চিন্তা নেই। মোটকথা, সকল চিন্তার উর্ধ্বে উঠে মানুষ এখানে একমাত্র আল্লাহর চিন্তায় মশগুল হবার সুযোগ পায়। সে প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহকে ধ্যান করে, তাঁকে গভীরভাবে অনুভব করে। তার আযাবের কথা মনে করে ভীত কল্পিত হয়ে ওঠে। তাঁর পুরস্কারের কথা স্মরণ করে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। তাঁরই পথে চলার জন্য তাঁরই জন্য নিজেকে কুরবানী করার জন্য সে মানসিকভাবে সুদৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌছাতে সক্ষম হয়। এতেকাফ মানুষের উপর এমন নৈতিক ও রূহানী প্রভাব সৃষ্টি করে, যা তাকে দীর্ঘদিন আল্লাহর পথে তাকওয়াসহ পরিচালিত করে। তাই আল্লাহর নৈকট্য লাভের সাথে এতেকাফের মাধ্যমে মানুষ অনেক নেকী অর্জন করে। এতেকাফ মুমিন জীবনের পাথেয়।

## লাইলাতুল কদর

লাইলাতুল কদরের এক রাত্রির মর্যাদা হাজার মাসের চেয়েও বেশী। তাই গুরুত্বপূর্ণ রাত্রিটির মর্যাদা ও গুরুত্ব সকলেরই জানা দরকার। ‘লায়লাতুল’ অর্থ রাত বা রজনী, আর ‘কদর’ অর্থ সম্মানিত, মহিমান্বিত। সুতরাং ‘লায়লাতুল কদর’-এর অর্থ হলো সম্মানিত রজনী বা মহিমান্বিত রজনী।

## লাইলাইতুল কদরের গুরুত্ব ও ফযীলত

ইসলামে লাইলাতুল কদরের গুরুত্ব অপরিসীম। সমগ্র জাহানের হিদায়াত ও কল্যাণের জন্য নাযিলকৃত মহাখব্ব আল-কুরআন এই রাতেই নাযিল শুরু হয়। কুরআন-হাদীসে বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। সুতরাং কুরআনুল কারীমে ‘আল-কাদর’ নামে পূর্ণাঙ্গ একটি সূরা নাযিল করা হয়েছে।

“আমি তা (আল-কুরআন) অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রজনীতে। তুমি কি জান মহিমান্বিত রজনী কি? মহিমান্বিত রজনী হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ; সে রাতে ফেরেশতাগণ এবং রুহ [জিবরাঈল আ.] অবতীর্ণ হন তাদের রবের অনুমতিক্রমে। শান্তিই শান্তি সে রজনীতে উষার আবির্ভাব পর্যন্ত।” (সূরা আল-কাদর)

এই সূরার বর্ণনা অনুযায়ী লাইলাতুল কদর-এর তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে :

- (১) এ রাতে কুরআন নাযিল করা হয়;
- (২) এ রাত হাজার মাস (কারো কারো মতে ৮৩ বছর ৪ মাস) অপেক্ষা শ্রেয় এবং

(৩) এ রাতে হযরত জিবরাঈল (আ) ফেরেশতা দলসহ শান্তির পয়গাম নিয়ে দুনিয়ায় অবতরণ করেন।

কুরআনুল কারীমের সূরা দুখানেও এ রাতের গুরত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। “শপথ সুম্পষ্ট কিতাব (আল-কুরআন) এর। আমি তো তা অবতীর্ণ করেছি মুবারক রজনীতে। আমি তো সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়- আমার আদেশক্রমে।” (সূরা দুখান : ২-৫)

অধিকাংশ মুফাসসির এ ব্যাপারে একমত যে, এখানে কুরআন নাযিলের রাতটি সেই সূরা কদর-এ বর্ণিত কদরেরই রাত। এ সূরার বর্ণনা অনুযায়ী লাইলাতুল কদরের রাতের বৈশিষ্ট্য হলো :

(১) এ রাতে কুরআন নাযিল হয়;

(২) এটি বরকতময় রজনী;

(৩) এ রাতে সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ তা‘আলার ফয়সালা নির্ধারণ করা হয়।

হাদীসে এ রাতের বহু ফযীলত ও গুরুত্বের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরে ঈমানসহ সওয়াবের নিয়তে ইবাদতের জন্য দাঁড়াবে তার পেছনের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।” (বুখারী)

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কাছে এ মহান মাস (রমজান) এসেছে। এ মাসের মধ্যে এমন একটি রাত আছে, যা হাজার মাস থেকেও উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাত থেকে বঞ্চিত হবে সে সমগ্র কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত হবে। এর কল্যাণ থেকে একমাত্র হতভাগ্য লোক ছাড়া আর কেউ বঞ্চিত হয় না। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত, আত-তারগীব)

অন্য এক হাদীসে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, লাইলাতুল কদরে হযরত জিবরাঈল (আ) একদল ফেরেশতা নিয়ে দুনিয়ায় অবতরণ করেন। তারা সে সব লোকের জন্য দু‘আ করতে থাকেন, যারা এ রাতে দাঁড়ানো বা বসা অবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে ইবাদতে মশগুল থাকে। (বাহয়াকী, তাফসীরে ইবনে কাছীর)

প্রকৃতপক্ষে লাইলাতুল কদর উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য একটি মহামূল্যবান নিয়ামত। আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ অনুগ্রহ। পূর্ববর্তী আশ্বিয়ায়ে কিরামের উম্মতগণ দীর্ঘদিন আয়ু পাওয়ার কারণে স্বভাবতই আল্লাহর ইবাদত বেশি বেশি করতে

পারতেন। পক্ষান্তরে উম্মতে মুহাম্মদী স্বল্প আয়ু পাওয়া সত্ত্বেও যাতে ইবাদত-বন্দেগীর দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভে তাঁদেরকে ছাড়িয়ে যেতে পারে, সেজন্য মহান আল্লাহ রাক্বুল আলামীন দয়াপরবশ হয়ে তাদের জন্য এহেন মহিমান্বিত রজনীর ব্যবস্থা করেছেন।

## ইন্টারনেটে লাইলাতুল কদর

### Laylat al-Qadr

In Muslim countries, the 27th of Ramadan is a Holiday to enable people to rest during day after all night of worship. Schools are closed from the 27th of Ramadan through the 2nd of Shawwal (5 to 6 days) to combine Laylat-al-Qadr and 'Eid-al-Fitr observances.

### I'tekaf of Seclusion :

The practice of the Prophet Muhammad (Pbuh) was to spend the last ten days and nights of Ramadan in the masjid (Mosque). Following his practice, it is considered a community duty that some people go in I'tekaf (seclusion) in a neighborhood masjid. The people in I'tekaf spend their time in various forms of *Dhikr* (remembrance of Allah), such as doing extra salah, recitation and study of the Qur'an, study of the Hadith, repetition of some phrases of praise and glory to Allah, exhorting each other to be good through obeying Allah and His Messenger (phuh). Since people in I'tekaf are not permitted to go outside the masjid except for emergencies, they sleep in the masjid and use available facilities of the masjid. The food for the people in I'tekaf is provided either by their own families or people in the community. I'tekaf is terminated, generally, at the declaration of sighting of the moon or the end of the month of Ramadan. For busy people a shorter version of I'tekaf is allowed, such as one night, one day or a few days.<sup>1</sup>

1. [www.islam-usa.com](http://www.islam-usa.com)

## লাইলাতুল কদর-এর সময়কাল

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে লাইলাতুল কদরের সুনির্দিষ্ট কোন দিন-তারিখ বর্ণিত হয়নি। তবে বিভিন্ন হাদীসের বক্তব্য পর্যালোচনা করলে এটাই আমাদের সামনে প্রতিভাত হয় যে, লাইলাতুল কদর রমজানুল মুবারকে হয়ে থাকে এবং বিশেষ করে রমজানের শেষ দশকের ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখে তথা যে কোনোও বেজোড় রাতে হতে পারে। তন্মধ্যে ২৭ তারিখেই হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমাকে বলা হয়েছে যে, লাইলাতুল কদর শেষ দশকে আছে। সুতরাং আমার সাথে তোমরা যারা এতেকাফ করেছো তারা সেই শেষ দশকের দিনগুলোতে এতেকাফ করো। আমাকে একবার তার দিন-তারিখ জানিয়ে দেয়া হয়েছিল কিন্তু পরে আবার তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই তোমরা শেষ দশ দিনে বিশেষত প্রত্যেক বেজোড় রাতে তালাশ করো। (বুখারী ও মুসলিম)

অন্য এক হাদীসে হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু কিছু সাহাবীকে লাইলাতুল কদর ২৭শে রমজানের রাতে হওয়ার কথা স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ২৭শে রমজানের রাতে লাইলাতুল কদর হওয়ার ব্যাপারে তোমাদের স্বপ্ন সবই প্রায় এক রকম। তাই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদর লাভ করতে ইচ্ছুক সে যেনে শেষ (দশকের) সপ্তম রাতে অর্থাৎ (২৭শে রাতে) তা তালাশ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাইলাতুল কদরের কতিপয় লক্ষণও বলে দিয়েছেন।

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত উবাই উবনে কা'ব (রা)-কে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানান যে, রমজানের শেষ দশকে ২৭শে রজনী হলো লাইলাতুল কদর। তাঁকে আরো জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, আপনি কিভাবে এটা নিশ্চিত করে বলছেন? তিনি উত্তর দিলেন, বিশেষ লক্ষণগুলোর দ্বারা আমি এরূপ বলছি; এগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলে গিয়েছেন। লক্ষণগুলোর একটি হলো লাইলাতুল কদর পরবর্তী দিবসে সূর্য এমনভাবে উদিত হবে যে, তার রশ্মিতে প্রখরতা ও তেজ থাকবে না। (মুসলিম)



এছাড়া লাইলাতুল কদরের আরো একটি চিহ্ন যা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তা হলো, সে রাতে হালকা ধরনের বৃষ্টি হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি সে রাত পেয়েছি। আমি তাতে পানি ও কাদার মধ্যে সিজদা করেছি। (বুখারী ও মুসলিম)

প্রকৃতপক্ষে উম্মতের অধিকতর কল্যাণার্থেই আল্লাহ তা'আলা লাইলাতুল কদরের সুনির্দিষ্ট তারিখটি জানাতে চাননি। কারণ তাহলে সবাই ঐ একটি মাত্র রাতে ইবাদত করে নিশ্চিত মনে আপন আমলের উপর নির্ভর করে বসে থাকতো। বান্দা যাতে লাইলাতুল কদর খুঁজতে গিয়ে বেশি বেশি ইবাদত করে সেটাই আল্লাহ তা'আলার কাম্য। এক হাদীসে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, লাইলাতুল কদর কোন রাতে তা তোমাদের জানাবার জন্য আমি বের হয়েছিলাম। কিন্তু অমুক অমুক ব্যক্তি মসজিদে তর্ক ও বিতর্কে লিপ্ত থাকার কারণে আমার থেকে তা উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। আর সম্ভবত এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। তাই তোমরা তা তালাশ করো ২৫, ২৭, ২৯ রাতে। (বুখারী)

বলা আবশ্যিক যে, এ রজনী যদি সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত করে দেয়া হতো তখন যারা এ রাতের যথাযোগ্য মর্যাদা দানে ব্যর্থ হতো, তাঁদের জন্য আল্লাহর আযাব অবধারিত হয়ে পড়তো। এ কারণে রজনীটি অনির্ধারিত রাখাকেও প্রিয় নবী উম্মতের জন্য মঙ্গলজনক বলে উল্লেখ করেছেন।<sup>১</sup>

## শেষ দশকে আমাদের করণীয়

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা রমজানের শেষ দশ দিনে এতেকাফ করতেন এবং স্বীয় পরিবার-পরিজনকেও সজাগ রাখতেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রমজানের শেষ দশক এলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদের থেকে পৃথক হয়ে যেতেন। নিজে সারা রাত ইবাদত করতেন এবং পরিবার-পরিজনদের ইবাদতের জন্য সজাগ করে দিতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

এ রাতে নামায, দান-খয়রাত, কুরআন তিলাওয়াত ছাড়াও বিভিন্ন দু'আ ও তাসবীহ-তাহলীল পাঠ করা যায়। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এই দু'আ পাঠ করো :

আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুবুন তুহিবুল আফওয়া ফা'ফু আন্নী।

অর্থ : “হে আল্লাহ তুমি পরম ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা করতে ভালবাস, কাজেই আমাকে ক্ষমা করে দাও।”

## সফরের কারণে রোজা ২৮ বা ৩১ হতে পারে

১. যারা দেশ-বিদেশ সফর করেন কিংবা দূর দেশে চাকুরী করেন তারা সফরে গেলে ৩০ রোজার চাইতে কম বেশী রোজার সমস্যার সম্মুখীন হন। তাদের ব্যাপারে মাসআলা হচ্ছে, যদি সফরে ভৌগলিক পার্থক্যের কারণে রোজার সংখ্যা ৩০-এর বেশি হয় তাতে কোন ক্ষতি নেই। যদি তখনও রোজার মাস অবশিষ্ট থাকে তাহলে রোজা রাখতে হবে। যেমন কেউ ১/২ দিন আগে এক দেশে রোজা শুরু করে আরেক দেশে গিয়ে যদি দেখেন যে সেখানে এখনও রোজা চলছে, তাহলে তাঁকে রোজা রাখতে হবে। যদিও তার রোজার সংখ্যা ৩০-এর অধিক হয়ে যায়। কেননা, কুরআন বলছে : - **فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ** -  
অর্থ : তোমাদের যে ব্যক্তি রোজার মাস পাবে, সে যেন অবশ্যই রোজা রাখে। তখন পর্যন্ত রোজার মাস বাকী থাকায় এই আয়াতের মর্মানুযায়ী তাকেও রোজা রাখতে হবে।

অবশ্য কোন দেশে ঈদ হয়ে যাওয়ার পর সেখান থেকে অন্য দেশে গেলে এবং সেখানে রোজা চলতে থাকলে আর রোজা রাখা লাগবে না। কেননা, একজন ব্যক্তির জন্য দুইবার ঈদ প্রযোজ্য নয়। তবে রোজার সম্মানে প্রকাশ্যে কিছু খাওয়া যাবে না।

## ঔষধ খেয়ে মহিলাদের ঋতু বিলম্বিত করা

রোজার মাসে রোজা পূর্ণ করা এবং সুষ্ঠুভাবে হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে ঔষধ সেবন করে মহিলাদের ঋতু বিলম্বিত করার বিষয়ে সৌদি আরবের ওলামায়ে কেলাম ফতোয়া দিয়েছেন যে, তা জায়েয এবং তাতে কোন দোষ নেই। তাঁদের দলীল হলো, এ বিষয়ে যেহেতু শরীয়তের কোন নিষেধাজ্ঞা নেই এবং তাতে ক্ষতির কিছু নেই, বরং সাময়িক কিছু উপকারিতা আছে, ফলে তাতে কোন দোষ নেই। তবে কারো কারো মতে, স্বাভাবিক অবস্থা অব্যাহত রাখা এবং ঋতু বিলম্বিত না করাই উত্তম।

## রমজানে চিকিৎসা করা

অন্যান্য মাসের মত রমজান মাসে রোজা রেখে রোগের চিকিৎসা করা যাবে। এক সময় অধিকাংশ ওলামায়ে কেলাম শরীরের ভেতর নাক, কান ও পেশাব-পায়খানার

রাস্তা দিয়ে কোন কিছু প্রবেশ করলে রোজা নষ্ট হওয়ার ফতোয়া দিতেন। তাদের মতে, শরীরের ভেতর কিছু শূন্যতা আছে যা ঔষধ দ্বারা পূর্ণ হয়। কিন্তু ইবনে হাজম তার বিপরীত মত প্রকাশ করে বলেছেন, রমজানের শুধু খাওয়া ও পান করা নিষিদ্ধ। শরীরের অন্যান্য প্রবেশ পথে ঔষধ ব্যবহার করার নাম পানাহার নয়। তাই এই কারণে রোজা নষ্ট হবে না।

বর্তমান যুগের বহু আলেম ইবনে হাজমের মত অনুসরণ করেন। কেননা, ডাক্তারদের মতে, শরীরের ভেতর কোন শূন্যতা নেই। তাই প্রয়োজন হলে, নাক, কান ও গুহ্যদ্বার দিয়ে ঔষধ প্রবেশ করলে রোজা ভাংগতে পারে না। যেমন-নাকের উরময়, ইনজেকশন, সাপজিটর কিংবা অন্য কোন তরল পদার্থ ইত্যাদি এমনকি হাঁপানী রোগী ইনহেলার ব্যবহার করতে পারে এবং অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে। তাতে রোজা নষ্ট হবে না, কেননা এগুলো খানা ও পান করার আওতায় পড়ে না।

তবে গুকোজ জাতীয় ইনজেকশান গ্রহণ করলে তাতে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা, তা খাবার ও পানীয়ের অন্তর্ভুক্ত। মুখে কোন ঔষধ ও টেবলেট পান করলে বা খেলে তাতে অবশ্যই রোজা নষ্ট হবে। কিন্তু শরীরে মলম ব্যবহার করা, ব্যাল্ভেজ বাঁধা, অপারেশন করা ইত্যাদির মাধ্যমে রোজা নষ্ট হয় না।

## রমজান শেষে শাওয়ালের ৬ রোজা

আবু আইউব আনসারী (রা) বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখে এবং পরে শাওয়ালের আরো ৬টি রোজা রাখে, সে যেন গোটা বছর রোজা রাখলো। (মুসলিম)

ইবনে মাজাহ ও দারেমী সাওবান (রা) থেকে, আহমদ জাবের (রা) থেকে এবং বাযযার আবু হুরায়রা (রা) থেকে একই অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, শাওয়ালের ৬ রোজা রাখা উত্তম। ৬ রোজা একটি পূর্ণ বছরের রোজায় পরিণত হয় এর কারণ হলো, আদ্বাহর কাছে প্রতিটি নেক কাজের বিনিময় হচ্ছে ১০। ৩০ রোজায় ৩শ রোজার সমান। আর ৬ রোজায় আরো ৬০ দিন। এর ফলে ৩৬০ দিনে চান্দ্রমাস অনুযায়ী এক বছর পূর্ণ হয়। রমজানের রোজা রাখার পর আরো ৬ রোজা রাখলে ব্যক্তি আদ্বাহর কাছে সারা বছর রোজাদার হিসেবে বিবেচিত হন। তবে যাদের উপর রমজানের কাযা রোজা আছে তারা কাযা আদায় না করে শাওয়ালের নফল ৬ রোজা রাখতে পারবেন না।

কেননা হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি রমজানের রোজা পূর্ণ করার পর শাওয়ালের ৬ রোজা রাখে, যার উপর কায্য রয়েছে তিনি রমজানের রোজা পূর্ণকারী নন। এছাড়াও ফরয দায়িত্ব বাকী রেখে নফল দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া যুক্তি বিরোধী।

কোন কোন আলেমের মতে রমজানের ঋতুবতী মহিলারা যদি শাওয়ালের কায্য আদায় করে অতিরিক্ত ৬ রোজা রাখতে না পারে, তাহলে সম্ভাবনা আছে যে, আল্লাহ তাদেরকে ঐ ৬ রোজার সওয়াব দান করবেন, যদি তারা দ্বিগুণ সওয়াবের নিয়ত ও আত্মহ রাখেন। কেননা, আল্লাহ মানুষের সীমাবদ্ধতাকে অস্বীকার করেন না এবং তিনি মানুষের নিয়ত ও আত্মহ অনুযায়ী দান করেন।

## বিভিন্ন রোগী ও রোজা<sup>১</sup>

গ্যাসের রুগী : যদি রোগী সত্যি বুঝতে পারে যে, রোজায় তার রোগ বৃদ্ধি পায়, তাহলে এক্ষেত্রে রোজা ভাঙ্গা জায়েয আছে এবং পরে প্রতি রোজার পরিবর্তে একটি রোজা করলেই চলবে। আর যদি এটা ক্রমিক কেস্ হয় এবং পরে আর কায্য রোজা আদৌ সম্ভব হবে না বলে মনে করে, তাহলে প্রতি রোজার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে দু'বেলা পেট পুরে খাবার দিতে হবে, অথবা পৌণে দু'সের গম (অথবা ঐ গমের দামে যতটা চাউল পাওয়া যায় তা) ফকীর-মিসকীনকে দান করতে হবে। তবে মনোবল থাকলে (Strong will-force), আল্লাহকে খুশি করার জন্য রোজা রাখার দৃঢ় মনোবল থাকলে, ডিউডেনাল আল্‌সার নিয়েও অনেক ঈমানদার ব্যক্তি রমজানের রোজা আদায় করে থাকেন। তাঁদের জন্য মেডিক্যাল উপদেশ এই যে- নিয়মিত ঔষধ সেবন করতে হবে (যেমন ল্যাকটামিল), সেই সঙ্গে দুইবারেই (সেহরী ও ইফতারীর সময়) দুধ সেবন করতে হবে। কারণ দুধ এই রোগে অত্যন্ত উপকারী।

## স্থূলকায়ী রোগী (Fatty person) :

রোজা দ্বারা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয় স্থূলকায় লোকেরা। দৈনিক শ্রেণীতে কিছু সংখ্যক স্থূলকায় লোক দৃষ্টিগোচর হয়, যারা শুধু ভাল ভাল খাওয়া পছন্দ করে, বারবার খায় এবং শুধু খাওয়ার জন্যই তারা বেঁচে থাকে (They live to eat)। বারবার খেতে খেতে তাদের শরীরে চর্বি জমা হয় এবং তারা অস্বাভাবিক মোটা হতে থাকে। এই চর্বি শুধু চামড়ার নিচেই জমা হয়, তা নয়, এই চর্বি

১. চিকিৎসা বিজ্ঞানময় রোজা।

কলেস্টেরল (Cholesterol) আকারে শিরা-উপশিরা (Arteries and Arterioles), ধমনী (Veins) এবং হৃদপিণ্ডে (Heart) জমা হয়। ফলে তাদের শরীরে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়। রোজার দিনে বাধ্যতামূলক অনাহারের ফলে শরীরের জমানো কলেস্টেরলগুলো শরীরের কাজে ব্যবহৃত হয়ে পরিমাণে কমে যায়, যার ফলে রক্তের সার্কুলেশন স্বাভাবিক হয়ে আসে এবং এতে রোগীর হায়াত (Longevity of life) বৃদ্ধি পায়।

হৃদরোগীদের রোজা রাখা অবস্থায় সাধারণত মৃত্যু হয় না, দু-একটা মৃত্যু যা হয়, সেটা ইফতারীর পর হঠাৎ করে অতিরিক্ত খাওয়ার জন্য অথবা তারাবীহর নামাযের পর অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য হয়ে থাকে। সুতরাং এই শ্রেণীর রোজাদারদের জন্য উপদেশ এই যে, ইফতারী অল্প মাত্রায় গ্রহণ করতে হবে। তারপর মাগরিবের নামায পড়ে, কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে পরিমিত আহার করতে হবে, চর্বিযুক্ত খাদ্য পরিত্যাগ করতে হবে, ঔষধের প্রয়োজন হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে নিয়মিত রাত্রে ঔষধ খেতে হবে এবং শরীরের অবস্থানুসারে তারাবীহর নামায জামাতের সঙ্গে অথবা একাকী পড়তে হবে।

### বহুমূত্র (Diabetes) :

যেহেতু এই রোগে ডায়েট কন্ট্রোল করেই চলতে হয়, সুতরাং রোজা এই রোগীদের জন্য উপকারই বয়ে আনবে, অপকার হবে না। তবে সেহরী ও ইফতারীর সময় শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিত্যাগ করেই চলতে হবে এবং যার যে ঔষধ তা নিয়মিত রাত্রে খেতে হবে।

### কিডনী রোগী :

প্রচুর শরবত দিয়ে ইফতার করতে হবে। রাত্রে যথেষ্ট পানি পান করতে হবে, সেহরীর সময় বেশি পানি পান করতে হবে, সেই সঙ্গে এক গ্লাস দুধ এবং এক কাপ চা (অভ্যাস থাকলে) পান করতে হবে। দিনে পরিমিত কাজ করতে হবে এবং বিশ্রাম নিতে হবে, প্রয়োজন হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে নিয়মিত ঔষধ খেতে হবে।

### কোষ্ঠকাঠিন্য (Constipation) :

যারা কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগেন, রোজা তাদের জন্য উপকারই বয়ে আনে। একই রাত্রিতে তিনবার পানাহার করায়, প্রচুর শরবত পান করায় এবং যথেষ্ট বুট-ভাজা দিয়ে ইফতারী করায় সাধারণত কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়।

## ধূমপান (Smoking) :

ধূমপানকারীদের জন্য রোজা একটা বিরাট ফায়দা বয়ে আনে। ধূমপান মানে যে বিষপান-বিজ্ঞানের বদৌলতে আজকাল সবারই তা জানা হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী এই তথ্যটি জেনেছিলেন চৌদ্দ শ বছর আগেই, যখন বিজ্ঞানের কোনও উন্নতিই ছিল না। তিনি এই তথ্যটি জেনেছিলেন বলেই, ইসলামে ধূমপানকে হারাম করা হয়েছে। রমজানুল মুবারক বাধ্যতামূলকভাবে ধূমপায়ীকে সারাদিন ধূমপান থেকে বিরত রেখে ফুসফুসকে দীর্ঘ সময়ের জন্য নিকোটিনের বিষক্রিয়া থেকে মুক্ত রাখে। এতে ফুসফুস রোগমুক্ত থাকে এবং তার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ফিরে আসে।

তাছাড়া যারা ধূমপান বন্ধ করতে চান, তাদের জন্যও রমজানের রোজা বিরাট সুযোগ এনে দেয়। দৃঢ় মনোবল থাকলে প্রথম রোজা থেকেই তিনি এটা বন্ধ করে দিতে পারেন।

## মদ্যপান :

মদের উপর সরাসরি রোজার কোন Effect নেই; কিন্তু পরোক্ষভাবে রমজানের রোজা মদ্যপায়ীদের জন্যও সুফল বয়ে আনে, আর সেটা হচ্ছে Religious Sentiment বা ধর্মীয় প্রভাব। মদ্যপায়ী যদি রোজা রাখে, তাহলে এই ধর্মীয় প্রভাবই তাকে ক্রমশ এই নিদারুণ নেশা থেকে দূরে সরিয়ে নিতে সক্ষম হবে। মদ যে কি সর্বনাশা এবং এই নেশা কিভাবে একটি মানুষের জীবনকে এবং সেই পরিবারকে আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়, তা ভুক্তভোগীরাই ভাল জানেন। মদ মদ্যপায়ীদের লিভারকে (Liver) কিভাবে কুঁড়ে খায় এবং কিভাবে সিরোসিস অব লিভার (Cirrhosis of liver) হয়ে মদ্যপায়ীকে অকাল মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়, বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞান তা যথায়থভাবে প্রমাণ করেছে। কোনও মদ্যপায়ী যদি রোজা রাখতে শুরু করে, তাহলে এই ধর্মীয় প্রভাবই তাকে মদ্যপানের নিদারুণ নেশা থেকে ক্রমশ দূরে সরিয়ে রাখবে এবং তিনি একটি নতুন সুখময় জীবন ফিরে পাবেন।

## সর্বসাধারণের জন্য :

কোন কোন রোজাদারের বারবার থুথু ফেলার অভ্যাস আছে। এটি তার বদভ্যাসও হতে পারে অথবা এ সম্বন্ধে হাদীসের জ্ঞানের অভাবও হতে পারে। তার হয়ত

ধারণা, মুখের থুথু গিলে ফেললেই তার রোজা নষ্ট হয়ে যাবে, যার জন্য মসজিদে নামায পড়তে গিয়েও বহু মুসল্লীকে ডিঙিয়ে জানালার ধারে যেয়ে থুথু ফেলে আবার স্বস্থানে ফিরে আসে, এতে নিজেসরও কষ্ট হয়, মসুল্লীগণেরও যথেষ্ট অসুবিধা হয়ে থাকে। এ সম্বন্ধে স্পষ্ট মাসলা এই যে, মুখের থুথু সঙ্গে সঙ্গে গিলে ফেললে রোজার কোনও রকম ক্ষতি হয় না।

যদিও মনে করা হয় যে, রোজা স্বাস্থ্য নষ্ট করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রোজায় কারো স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়ে গেছে বা রোজা রেখে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে কোনও রোজাদারের মৃত্যু হয়েছে, এরূপ কোন নজির আমরা খুঁজে পাই না। রোজার পরে দেখা যায় যে, যার যেরূপ স্বাস্থ্য ঠিক সেইরূপ আছে। এর পেছনে কারণও রয়েছে।

আদতে রোজার দিনে আমরা যে খুব একটা কম আহার করছি তা নয়, বরং কিছুটা ভাল ভাল এবং পুষ্টিকর খাদ্য খাচ্ছি। অন্য সময়ের মতো রোজার দিনেও আমরা ৩ বারই আহার করছি। পার্থক্য শুধু সময়ের ব্যবধানে। অন্য সময় আমরা ৬ থেকে ৮ ঘণ্টার ব্যবধানে আহার করে থাকি, যা স্বাস্থ্যসম্মত। কিন্তু রোজার দিনে সেহরী থেকে ইফতারী পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান দাঁড়ায় ১৩ থেকে ১৪ ঘণ্টা, যার জন্য আমাদের সাময়িক কষ্ট ভোগ করতে হয়। কিন্তু এর ভিতর দিয়ে একদিকে আমরা ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করার ক্ষমতা অর্জন করি, অন্যদিকে অর্থাভাবে অনাহারে থেকে গরীবরা ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করে সেটা অনুভব করতে পারি এবং তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়ানোর ইচ্ছা জাগে, যা আমাদের উপর রোজা ফরয হওয়ার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য।

আর শুধু তাই নয়, আমরা রোজা রাখছি পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য, যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, হায়াত ও মউতদাতা এবং বিচার দিনের মালিক। তাঁর সন্তুষ্টির জন্য এতটুকু কষ্ট করা কি আমাদের কর্তব্য নয়? তাছাড়া সহ্য সীমার বাইরে আল্লাহ তা'আলা কাউকে রোজা রাখতে বলেননি। বরং রোজাদারের স্বাস্থ্যগত দিকটা এতো সুন্দরভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, যখন দেখা গেছে, রোজা রাখলে রোজাদারের যে কোনভাবে ক্ষতি হতে পারে, তখনি তার রোজা ভঙ্গ করার আদেশ রয়েছে। কাজেই ইসলামের প্রতিটি কাজ যুক্তিসঙ্গত এবং বিজ্ঞানসম্মত।

## তারাবীহ :১

তারাবীহ শব্দের অর্থ বিরতি বা বিশ্রাম। বিরতি নিয়ে নামায পড়ার জন্য একে তারাবীহ নামায বলা হয়। এটি নফল ইবাদত। একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “নিশ্চয়ই রমজান মাসের রোজা আল্লাহ তা’আলা তোমাদের উপর ফরয করে দিয়েছেন। আর আমি তোমাদের জন্য সুন্নতরূপে চালু করেছি রমজান মাসব্যাপী আল্লাহর ইবাদতে দাঁড়ানো। কাজেই যে ব্যক্তি এ মাসের রোজা পালন করবে আর আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়াবে ঈমান ও আত্মচেতনতা সহকারে, সে তার গুনাহ হতে নিষ্কৃতি লাভ করে সে দিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে যাবে, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল। (মুসনাদে আহমদ, নাসাঈ)

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কালামে পাকে আল্লাহ তা’আলা রমজানের রোজা ফরয হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন, আর রমজান মাসের রাতে তারাবী পড়া চালু করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই আল্লাহ তা’আলার নির্দেশ অনুযায়ী তা চালু করেছেন। কেননা আল্লাহ তা’আলা গোপনীয় অনেক হুকুম ও নির্দেশ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাতেন। আর এজন্য তারাবীহর নামায উম্মতের উপর সুন্নতে মুয়াক্কাদ। ফরয হয়ে যাবার ভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাত্র ৪ দিন তারাবীহ জামায়াতে পড়েছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, তারাবীহর নামায সুন্নত এবং তারাবীহর নামাযে যে কুরআন খতম করা হয় তাও সুন্নত। খতমে তারাবীহর মাধ্যমে তারাবীহর নামায আদায় করা এজন্যই অধিক শ্রেয়। তবে সূরা তারাবীহও পড়া যায়। আমাদের দেশে গ্রামে-গঞ্জে প্রায়ই পড়া হয়ে থাকে। তারাবীহর নামাযের রাকাত সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর মতে তারাবীহ নামায বিশ রাকাত। ইমাম শাফেয়ী (রহ) এবং আহলে হাদীসসহ অনেকের মতে ৮ রাকাত। সায়েব ইবনে ইয়যীদ হতে বায়হাকী এবং তাবারানী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে দু’টি হাদীসে তারাবীহর নামায বিশ রাকাত বলে বর্ণনা আছে। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বুখারী ও মুসলিম উদ্ধৃত হাদীসে তারাবীহর নামায ৮ রাকাত এর বর্ণনা রয়েছে। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারাবীহ আট রাকাত পড়তেন।



অতঃপর বিতরের নামায আদায় করতেন এবং বসে দু'রাকাআত নামায, রমজান মাসে যতো বেশী নামায, কুরআন তিলাওয়াত করা যায় তে আত্মাহর নৈকট্য লাভ করা যায়, সেক্ষেত্রে বিশ রাকাআত তারাবীহ পড় পারে। বর্তমানে মক্কার কাবাঘরের মসজিদে এবং মদীনার মসজিদে নববীচে চালু আছে। তারাবীহ নামাযের জন্য হাফেজ সাহেবদের নিয়োগ করা ব তারাবীহর জন্য ইমাম ঠিক করার ক্ষেত্রে লেন-দেন ইত্যাদি নিয়ে বাড়াবাড়ি উচিত নয়। তবে রমজানে দান-খয়রাত অনেক অনেক সওয়াবের কাজ।

### রোজার প্রকারভেদ :

ইসলামের বিধি অনুযায়ী রোজা চার প্রকার। যেমন : ১. ফরয, ২. ওয়াজিব, ৩. সুন্নত, ৪. নফল। না বোধক রোজা দু'প্রকার। যেমন : ১. মাকরুহ ও ২. হারাম।

**ফরয রোজা :** মান্নত ও কাফফারার রোজা ওয়াজিব।

**সুন্নত রোজা :** নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে যে রোজা পালন করেছেন এবং উম্মতকেও পালন করতে বলেছেন, তাই সুন্নত রোজা এর মধ্যে রয়েছে- ১. আশুরার রোজা, মুহাররম মাসের নয় ও দশ তারিখ, ২. আরাফার দিনের রোজা, ৩. আইয়্যামে বীযের রোজা। অর্থাৎ প্রত্যেক চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোজা।

**নফল রোজা :** উপরোক্ত তিন প্রকার বাদে বাকী সকল ইতিবাচক সাওমই নফল রোজা। যেমন- শাওয়াল মাসের ছয়টি ও অন্যান্য রোজা।

**মাকরুহ রোজা :** কেবলমাত্র শনিবার কিংবা রোববার রোজা পালন করা মাকরুহ। আশুরার দিনে শুধু একটি রোজা মাকরুহ। স্বামীর অনুমতি ছাড়া নারীর নফল রোজা মাকরুহ।

**হারাম রোজা :** বছরের পাঁচ দিন রোজা পালন করা হারাম। ১. ঈদুল ফিতরের দিন, ২. ঈদুল আযহার দিন, ৩. আইয়্যামে তাশরীকের দিনসমূহ অর্থাৎ ১১, ১২ ১৩ই যুলহজ্জ।

### যারা রমজান মাসে রোজা ভঙ্গতে পারে :

**১. রোগগ্রস্ত :** কোনো ব্যক্তি রমজান মাসে রোগগ্রস্ত হলে রোজা ভঙ্গতে পারে। তবে পরবর্তীতে সেগুলো কাযা করতে হবে।

কেউ যদি রমজান মাসে কসর নামায পড়ার দূরত্বে সফর করে, রোজা ভাঙ্গতে পারে। তাকেও পরবর্তীতে কাযা করতে হবে।

**সুগন্ধী ও ঋতুবতী :** সন্তান প্রসবের পর এবং মাসিক চলাকালে মহিলারা রোজা রাখবে। তবে পরবর্তীতে কাযা করতে হবে।

**ঐশ্বর্যবতী ও স্তন্যদানকারিণী :** বড় ধরনের স্বাস্থ্যহানির আশংকা থাকলে রোজা রাখা ভাঙ্গতে পারে এবং প্রতিটি রোজার জন্য একজন মিসকীন খাওয়াতে বাধ্য হতে হবে।

**গ্রন্থকর্ম :** বৃদ্ধ বয়স বা এমন রোগগ্রস্ত ব্যক্তি যার সুস্থ হয়ে উঠার আশা নেই, এমন ব্যক্তির রোজা ভেঙ্গে প্রতিটি রোজার জন্য একজন মিসকীন খাওয়াতে পারে।

## মাওলানা মওদূদী ও রোজা :

রমজান মাসের রোজা শুকরিয়া প্রকাশের উপায় সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী (রহ) বলেন : রমজান মাসের রোজাকে কেবল ইবাদত ও কেবল তাকওয়া অর্জনের প্রশিক্ষণ হিসেবে যে মহান নিয়ামত আল্লাহ তা'আলা এ মাসে দান করেছেন, রোজাকে সে নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের উপায় হিসেবেও ঘোষণা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিবেকবান লোকের পক্ষে তার প্রতি কোনো নিয়ামত ও অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পছন্দ একটাই হতে পারে। আর তা হচ্ছে, যে মহান উদ্দেশ্যে উক্ত নিয়ামত তাকে দান করা হয়েছে, সে উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নের জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা সাধনা করে যাবে। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদ আমাদেরকে এ জন্য দান করেছেন যেন আমরা তাঁর সন্তোষ বিধানের পথ ও পছন্দ জেনে নিয়ে সে অনুযায়ী চলি এবং গোটা দুনিয়াকেও সে পথে পরিচালিত করি। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ উদ্দেশ্যে নিজেদের প্রস্তুত করা সর্বোত্তম পছন্দ হচ্ছে রোজা। তাই কুরআন নাযিল হবার পবিত্র মাসে আমাদের রোজা পালন শুধু ইবাদতই নয়, কেবল নৈতিক প্রশিক্ষণই নয়, বরং সে সঙ্গে কুরআনের মতো মহান নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের সঠিক উপায়ও বটে।

## রোজাদার একজন সৈনিকের মতো

রোজা প্রতি বছর পূর্ণ একটি মাস দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা মুসলমানকে ইসলামী শরীয়তের অনুসরণ ও অনুবর্তনে অভ্যস্ত করে তোলে। শেষ রাতে সেহরী খেতে উঠতে হয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই পান-আহার বন্ধ করে দিতে হয়। এমন

অনেক কাজ আছে সারাটা দিন যেগুলো সম্পাদন থেকে বিরত থাকতে হয়। সূর্যাস্তের সুনির্দিষ্ট সময় ইফতার করতে হয়। একটু আগেও নয়, পরেও নয়। কিছু সময়ের জন্য আরাম-আয়েশেরও অনুমতি আছে, কিন্তু একটু পরেই তারাবীর নামাযে দৌড়াতে হয়। এভাবে প্রতি বছর পূর্ণ একটি মাস সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মুসলমানকে সৈনিকের মতো একটি মজবুত আইনের দ্বারা বেঁধে রাখা হয়। এরপর বাকী এগার মাসের জন্য কর্মক্ষেত্রে মুক্ত করে দেয়া হয়। এ মাসে সে যে প্রশিক্ষণ লাভ করেছে, পরবর্তী এগার মাসে তার বাস্তব কর্মে যেনো তা প্রতিফলিত হয়।

## রোজা বমি না করা

এ শক্তি মুসলমানের মধ্যে তখনই পয়দা হতে পারে, যখন রোজার উদ্দেশ্য তারা বুঝতে পারবে এবং গোটা রমজান মাস খোদার ভালোবাসায় নফসের কামনা-বাসনা থেকে মনকে ফিরিয়ে রাখবে। মানসিকভাবে খোদার সন্তোষ লাভের জন্য প্রস্তুত হবে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, বর্তমান মুসলমান সমাজ মাহে রমজানের পরই এ অভ্যাস ও অভ্যাসলব্ধ গুণাবলীকে এমনভাবে হারিয়ে ফেলে যেমন কেউ খাদ্য গ্রহণ করে অমনি বমি করে ফেললো। উপরন্তু মুসলমান ইফতার করার সাথে সাথেই সারাদিনের পরহেযগারী দূরে নিষ্ক্ষেপ করে ফেলে। এরূপ অবস্থায় রোজার বাহ্যিক অনুষ্ঠান পালন করলেই বড় কোনো উদ্দেশ্য লাভ করা যায় না। খাদ্য থেকে ততোক্ষণ পর্যন্ত শারীরিক শক্তি লাভ করা যায় না, যতোক্ষণ না তা পাকস্থলীতে গিয়ে হজম হবে এবং রক্তে পরিণত হয়ে শরীরের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হবে। তেমনি কোনো রোজাদার ব্যক্তিও ততোক্ষণ পর্যন্ত রোজা দ্বারা কোনো নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ফল লাভ করতে পারে না, যতোক্ষণ না রোজার আসল উদ্দেশ্য সে ভালোভাবে বুঝে নেবে, তার মনমগজে তা খোদাই হয়ে যাবে এবং তার চিন্তা-কামনা ও কর্মে এ উদ্দেশ্য প্রভাবশীল হবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে লোক বিদেশ ভ্রমণ বা রোগ-অসুখের শরীয়তসম্মত ওয়র ছাড়া রমজান মাসের একটি রোজাও ত্যাগ করেন, সে যদি উহার পরিবর্তে সারা জীবনকালে ধরেও রোজা রাখে তাহলে যা হারিয়েছে তা কখনও পরিপূর্ণ হবে না। (তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ)<sup>১</sup>

১. পাঠান কোর্টের জুমআর খুতবা-মাওলানা মওদুদী (রহ.)।

## ব্যর্থ রোজা

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন হযরত রাসূলে কারীম (সা) বলেছেন : যে লোক মিথ্যা কথা ও মিথ্যার আমল পরিত্যাগ করলো না, তার খাদ্য ও পানীয় পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনই প্রয়োজন নেই। (বুখারী)

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি আল-কুরআনের অনুশাসন মানার মতো মন-মানসিকতা ও যোগ্যতা সৃষ্টির একটি অনুশীলন কোর্স হলো মাহে রমজানের রোজা সাধনা। অতএব এর সমাপনী উৎসব কুরআনী শাসনের ভিত্তিতে পরিচালিত রাষ্ট্রনায়কের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক ভাষণ আসে সরকারী নির্দেশ আকারে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে রমজানের শিক্ষাকে বাস্তবে প্রয়োগ করার এবং কাজে লাগানোর জন্যে। সেই সাথে খোদ সরকারকেও অস্বীকার করতে হয়, বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হয় উক্ত শিক্ষাকে কাজে লাগাবার জন্যে।

আমাদের চরম দুর্ভাগ্য বলতে হবে, যে কুরআনী শাসন মানার জন্যে রমজানের সাধনা, সেই কুরআনী শাসনের সাথে আজ আমাদের পরিচয়ই নেই। শুধু তাই নয়, সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন পর্যায়ে সূচত্বর ও সুকৌশল পদক্ষেপের মাধ্যমে জাতিকে কুরআনী শাসনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখার অন্তত তৎপরতাও আমাদের লক্ষ্য করতে হচ্ছে।

এই দুনিয়ার এমন একটি কোর্স যদি আমি সম্পূর্ণ করি যা সমাজে কোন কাজে লাগার মতো নয়- তাহলে সেই কোর্স সমাপ্তির লগ্নে মনে যেমন হতাশা জাগে, আজকের এই অনৈসলামী তথা তাগুতী-শাসন ও সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে রোজা শেষে ঈদের উৎসব একজন মুমিনের কাছে তেমনি অশান্তিকর হওয়াটাই স্বাভাবিক। অবশ্য মুমিন হতাশার গ্লানিতে ভেঙ্গে পড়তে পারে না। কাজেই তাকে এই দিনে শপথ নিতে হবে এমন শক্তি সঞ্চয়ের যার মাধ্যমে তাগুতী সমাজ ভেঙ্গে কুরআন ভিত্তিক সমাজ গড়া সম্ভব হয়।<sup>১</sup>

## রোজার ফল পেতে হলে

একটি দেয়াল ঘড়ির বিভিন্ন পার্টস থাকে। পার্টসগুলো যখন এক সাথে হয়ে একে অপরকে শক্তি যোগায় তখন দেয়াল ঘড়ি সময় (ফল) দিয়ে থাকে। কিন্তু যখন পার্টসগুলো আলাদা হয়ে যায় অথবা সিঙ্গার মেশিনের পার্টস টেবিল ঘড়িতে

১. কুরআন, রমজান ও তাকওয়া।

জোড়া লাগানো হয় তখন ঘড়িটি বাইরে থেকে যতই চকচক করুক না কেন তা সময় দিতে পারে না।

অনুরূপভাবে ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, সমরনীতি ইত্যাদি সব অংশগুলো কুরআন হাদীস থেকে নিতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতি সমাজতান্ত্রিক ও সুদী অর্থনীতি, সাম্রাজ্যবাদী সমরনীতি মেনে চলার পর নামায রোজা করে ফল পাওয়ার আশা করা বৃথা। তাই রমজান ও রোজার আহ্বান হচ্ছে কেবলমাত্র আল্লাহকে ভয় করে তারই দেয়া ইসলামী আইনকে পুরোপুরি বাস্তবায়ন করার চেষ্টা চালাতে হবে।

আল্লাহ আমাদের এ কাজ আজ্ঞাম দেয়ার তৌফিক দিন- আমীন।

## সহায়ক গ্রন্থাবলীর তালিকা

১. তাফহীমুল কুরআন - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী
২. সহীহ আল-বুখারী - (২য় খণ্ড) প্রকাশনায় মদীনায় বিশ্ববিদ্যালয়
৩. নির্বাচিত হাজার হাদীস - সংকলনে অধ্যাপক মুজিবুর রহমান
৪. নামাজ রোজার হাকীকত - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী
৫. ইসলাম পরিচিতি - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী
৬. সিয়ামুন নবী (সা) - মাওলানা মোহাম্মদ আবুল হুসাইন
৭. রমযানের তিরিশ শিক্ষা - এ এন এম সিরাজুল ইসলাম
৮. ফিক্হ মুহাম্মদী - আল্লামা মহিউদ্দীন
৯. রোযার মৌলিক শিক্ষা - খন্দকার আবুল খায়ের
১০. মাহে রমজানে আল-কুরআন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানময় রোজা - মাওলানা মোঃ সাইফুদ্দীন বেলালী
১১. কুরআন রমযান তাকওয়া - মতিউর রহমান নিজামী
১২. যাকাত সওম ইতেকাফ - আবদুস শহীদ নাসিম
১৩. সিয়াম স্মারক গ্রন্থ - আলমুনীর পাবলিকেশন্স
১৪. সিয়াম ও রমজান - মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী
১৫. [www. ramadan.co.uk.islam on line.com.](http://www.ramadan.co.uk.islam%20on%20line.com)

রমজান  
ও  
রোযা



অধ্যাপক মুজিবুর রহমান



আহসান পাবলিকেশন

কাটাবন বাংলাবাজার মগবাজার

[www: ahsanpublication.com](http://www.ahsanpublication.com)

[www.pathagar.com](http://www.pathagar.com)